১১-২০তম গ্রেড লেকচার শিট

লেকচার ২

Lecture Contents

- বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ।
- বাংলার প্রাচীন জনপদ।
- বাংলার প্রাচীন শাসন।
- উপমহাদেশে ইসলামের আগমন।
- বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন।
- বারো ভূঁইয়া, মুঘল শাসন।
- উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন।
- বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন
- উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন

Content Discussion

১১-২০তম গ্রেডের চাকরি নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা শিক্ষক তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে প্রাক-আর্য বা অনার্য জনগোষ্ঠী এবং আর্য জনগোষ্ঠী এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল। শাখা চারটি হলো–

i) নেগ্রিটো ii) অস্ট্রিক
iii) দ্রাবিড় iv) ভোটচীনীয়

আর্যদের আদিনিবাস ছিল ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে বর্তমান মধ্য এশিয়া-ইরানে। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমন ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বা তার কিছু আগে আর্যরা বাংলায় আসতে শুরু করে। আর্যরা সনাতন ধর্মাবলম্বী ছিল। তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ।

এক নজরে বাঙালি জাতির উৎপত্তি

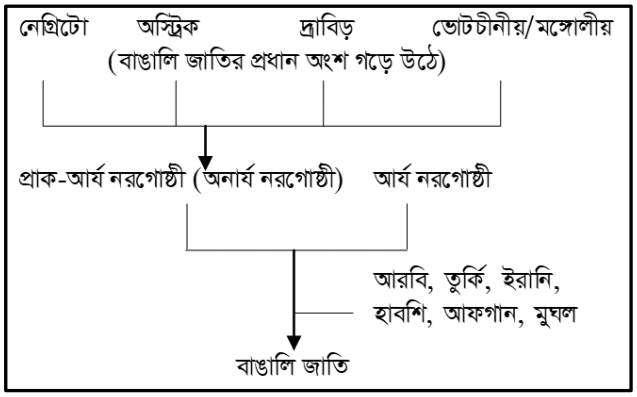

- সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠী বিভক্ত - দুই ভাগে (প্রাক-আর্য বা অনার্য ও আর্য নরগোষ্ঠী)।
- আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত বিভক্ত– চার ভাগে (নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয়)।
- আর্যদের আগমনের পূর্বে এদেশে বসবাস ছিল - অনার্যদের।
- নেগ্রিটোদের উৎখাত করে - অস্ট্রিক জাতি।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জাতি - দ্রাবিড়।
- বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে - অস্ট্রিক জাতি থেকে।
- বাঙালি জাতি গড়ে উঠেছে - অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে।
- সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ 'বাংলা' যে গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় - আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে।
- বৈদিক যুগ বলে - আর্য যুগকে।
- আর্য সংস্কৃতি সমধিক বিকাশ লাভ করে-পাল শাসনামলে।
- আর্যদের আদি নিবাস-ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে কিরঘিজ তৃণভূমি অঞ্চলে এবং বর্তমান মধ্য এশিয়া- ইরান।
- আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ।
- বাংলার আদিম অধিবাসী হলো-অনার্যভাষী শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়।
- আর্যদের প্রভাব স্থাপনের পরে বঙ্গদেশে যে জাতির আগমন হয় মঙ্গোলীয় বা ভোটচীনীয় জাতির।
- বর্তমান বাঙালি জাতির পরিচয়- সংকর জাতি হিসেবে।
- আর্যগণ প্রথম উপমহাদেশে আগমন করে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ বা ১৫০০ অব্দে।
- আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করার পর প্রথমে বসতি স্থাপন করে সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলে।

বাংলা শব্দের উৎপত্তি

চীন শব্দ 'অং' (যার অর্থ জলাভূমি) পরিবর্তিত হয়ে 'বং' শব্দে রূপান্তরিত হয়। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, বং → বংগ, বংগ + আল (আইল) → বংগাল।

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত নূহ (আ:) এর সময়ের মহাপ্লাবনের পর বেঁচে যাওয়া চল্লিশ জোড়া নর-নারীকে বংশবিস্তার ও বসতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল। নূহ (আ:) এর পৌত্র 'হিন্দ' এর নাম অনুসারে 'হিন্দুস্তান' এবং প্রপৌত্র 'বঙ্গ' এর নামানুসারে 'বঙ্গদেশ' নামকরণ করা হয়েছিল। বঙ্গ এর বংশধরগণই 'বাঙ্গালি' বা বাঙালি নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার 'রিয়াজুস সালাতীন 'গ্রন্থে বলেছেন, বংগ (জনৈক ব্যক্তি) + আহাল (সন্তান) → বংগাহাল → বংগাল।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার নামকরণ করেন মূলক-ই-বাঙ্গালাহ।

বাঙ্গালাহ → বাংলা মূলক → দেশ

মূলক-ই-বাঙ্গালাহ → বাংলাদেশ

বাংলার প্রাচীন জনপদ

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ কোনো একক রাষ্ট্র ছিল না। এটি তখন কতকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলো জনপদ নামে পরিচিত ছিল। বাংলা নামে একটি অখণ্ড দেশের জন্ম একবারে হয়নি। এর যাত্রা শুরু হয় জনপদগুলোর মধ্য দিয়ে। গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়। জনপদগুলোর মধ্য প্রাচীনতম হলো পুণ্ড্র। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন জনপদ নিচে উল্লেখ করা হলো-

প্রাচীন জনপদ	বর্তমান অঞ্চল
গৌড়	উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বঙ্গ	ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি, ময়মনসিংহ এর পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ
পুণ্ড্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলা
হরিকেল	সিলেট (শ্রীহট্ট), চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম
সমতট	কুমিল্লা ও নোয়াখালী
বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং পাবনা জেলা
তাম্রলিপ্তি	পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলা
চন্দ্রদ্বীপ	বৃহত্তর বরিশাল, গোপালগঞ্জ ও খুলনা
উত্তর রাঢ়	মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা
দক্ষিণ রাঢ়	বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলির বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা
বাংলা বা বাঙলা	সাধারণত খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী

উল্লেখ্য, গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র এরকম প্রায় ১৬টি জনপদের কথা জানা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কণিকা

- বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ- পুণ্ড্র।
- 'বঙ্গ' নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়- খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার বছর আগে।
- সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' দেশের নাম পাওয়া যায়- ঋগ্বেদের' ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে।
- সুপ্রাচীন বঙ্গ দেশের সীমা উল্লেখ আছে- ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে।
- বাংলার আদি জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল- অস্ট্রিক।
- বরেন্দ্র বলতে বোঝায়- উত্তরবঙ্গকে (বগুড়া, রাজশাহী জেলার বৃহৎ অংশ)।
- প্রাচীনকালে 'গঙ্গারিডই' নামে শক্তিশালী রাজ্যটি ছিল- অনুমান করা হয় গঙ্গা নদীর তীরে।
- রাজা শশাঙ্কের শাসনামলের পরে 'বঙ্গদেশ' যে কয়টি জনপদে বিভক্ত ছিল- ৩টি; পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ।
- বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়- ষষ্ঠ শতকে।
- হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ অনুসারে কামরূপে যে জনপদ ছিল- সমতট।
- রাঢ়দের রাজধানী ছিল- কোটিবর্ষ।
- প্রাচীন যেসব গ্রন্থে বঙ্গ দেশের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়- ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক'-এর শ্লোকে (২-১-১), রামায়ণ ও মহাভারতে, পতঞ্জলির ভাষ্যে, ওভেদী, টলেমির লেখায়, কালিদাসের 'রঘুবংশে' এবং আবুল ফজলের 'আইন-ই আকবরী' গ্রন্থে।
- সমতট রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল- কুমিল্লা জেলার বড়কামতায়।
- প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত- বীরভূম ও বর্ধমানে।
- প্রাচীনকালে 'সমতট' বলতে বোঝায়- কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলকে।
- বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল- বঙ্গ।
- সিলেট প্রাচীন যে জনপদের অন্তর্গত- হরিকেল।
- প্রাচীন বাংলায় বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল- হরিকেল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) **বাংলার প্রাচীন জনপদ কোনটি?** [৪৩তম বিসিএস]
ক) পুণ্ড্র খ) তাম্রলিপ্ত
গ) গৌড় ঘ) হরিকেল

০২) **'নির্বাণ' ধারণাটি কোন ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট?** [৪৩তম বিসিএস]
ক) হিন্দুধর্ম খ) বৌদ্ধধর্ম
গ) খ্রিস্টধর্ম ঘ) ইহুদীধর্ম

০৩) **আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ছিল?** [৪৩তম বিসিএস]
ক) মহাভারত খ) রামায়ণ
গ) গীতা ঘ) বেদ

০৪) **প্রাচীন বাংলায় 'সমতট' বর্তমান কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল?** [৪৩তম বিসিএস]
ক) ঢাকা ও কুমিল্লা খ) ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা
গ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী ঘ) ময়মনসিংহ ও জামালপুর

০৫) **'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে?** [৪১তম বিসিএস]
ক) ৬ম-৬ষ্ঠ শতক খ) ৬ষ্ঠ-৭ম শতক
গ) ৭ম-৮ম শতক ঘ) ৮ম-৯ম শতক

০৬) **বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীন কালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?**
ক) সমতট খ) পুণ্ড্র
গ) বঙ্গ ঘ) হরিকেল

০৭) **রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ বা উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে গঠিত–**
ক) পলল গঠিত সমভূমি খ) বরেন্দ্রভূমি
গ) উত্তরবঙ্গ ঘ) মহাস্থানগড়

০৮) **বাংলাদেশের একটি প্রাচীন জনপদের নাম–**
ক) রাঢ় খ) চট্টলা
গ) শ্রীহট্ট ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	গ
০৬	গ	০৭	খ	০৮	ক				

বাংলার প্রাচীন শাসন

মৌর্য যুগ

উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। বৌদ্ধ ধর্ম এ সময় বিশ্ব ধর্মে পরিণত হয়। প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ঐক্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। সম্রাট অশোক তার সাম্রাজ্যকে ৫ ভাগে বিভক্ত করেন।

- মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সম্রাট- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট- বৃহদ্রথ।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- চাণক্য, যার ছদ্মনাম কৌটিল্য।
- রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতি কৌশলের সারসংক্ষেপ 'অর্থশাস্ত্র'-এর রচয়িতা- প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য।
- চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী ছিল- পাটলিপুত্র।
- মৌর্যযুগের গুপ্তচরকে ডাকা হতো- 'সঞ্চারা' নামে।
- মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে- কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে।
- বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়- অশোককে।
- মেগাস্থিনিস ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের- রাজসভার গ্রিক দূত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১) **মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রিক দূত ছিলেন?**
ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ) অশোক
গ) ধর্মপাল ঘ) সমুদ্রগুপ্ত

০২) **'অর্থশাস্ত্র'-এর রচয়িতা কে?**
ক) কৌটিল্য খ) বাণভট্ট
গ) আনন্দভট্ট ঘ) মেগাস্থিনিস

০৩) **কৌটিল্য কার নাম?**
ক) প্রাচীন রাজনীতিবিদ খ) প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ
গ) পন্ডিত ঘ) রাজ কবি

০৪) **অশোক কোন বংশের সম্রাট ছিলেন?**
ক) মৌর্য খ) গুপ্ত
গ) পুষ্যভূতি ঘ) কুশান

০৫) **কোন যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?**
ক) হিদাস্পিসের যুদ্ধ খ) কলিঙ্গের যুদ্ধ
গ) মেবারের যুদ্ধ ঘ) পানিপথের যুদ্ধ

০৬) **বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন কাকে বলা হয়?**
ক) অশোক খ) দন্দ্রগুপ্ত
গ) মহাবীর ঘ) গৌতম বুদ্ধ

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ক	০৩	খ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	ক

গুপ্ত যুগ

গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্পের খুবই উন্নতি হয়। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। কিন্তু তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্ত আমলেও বাংলার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

গুপ্ত যুগের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ

- গুপ্তদের আদিবাস- উত্তর প্রদেশ।
- প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে স্বর্ণযুগ- গুপ্তযুগ।
- গুপ্তযুগের প্রতিষ্ঠাতা- ১ম চন্দ্রগুপ্ত, ৩২০ সালে।
- ১ম চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী- পাটলিপুত্র।
- গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ শাসক- সমুদ্রগুপ্ত।

সমুদ্রগুপ্ত

- গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক- সমুদ্রগুপ্ত।
- প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন- সমুদ্রগুপ্ত।
- রাজত্ব করেন- ৪০ বছর।
- তার রাজধানী- পাটলিপুত্র।
- তার সভাকবি ছিলেন- হরিসেন।
- নাগশক্তিতে পরাজিত করেন- সমুদ্রগুপ্ত।
- তার প্রচলিত মুদ্রার নাম- অশ্বমেঘ পরিক্রমা।
- সমুদ্রগুপ্তকে কবিরাজ বলা হয়- কবিতা রচনার জন্য।
- কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যের নায়ক- সমুদ্রগুপ্ত।

২য় চন্দ্রগুপ্ত

- উপাধি- বিক্রমাদিত্য, সিংহবীর।
- ফা-হিয়েন ভ্রমন করেন তার শাসনামলে।
- কালিদাস ছিলেন তার সময়ের বিখ্যাত কবি।
- কালিদাসের বিখ্যাত গ্রন্থ- মেঘদূত।
- বরাহমিহিরের গ্রন্থ- বৃহৎ সংহিতা।
- তার সময়ে ৯ জন গুণী ব্যক্তিকে বলা হত- নবরত্ন।
- গুপ্ত বংশের পতন হয়- হুনদের হাতে।

তথ্য কণিকা

- গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০ খ্রিস্টাব্দে)।
- গুপ্ত বংশের মধ্যে স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।
- গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা- সমুদ্রগুপ্ত।
- 'ভারতের নেপোলিয়ন' হিসেবে অভিহিত- সমুদ্রগুপ্ত।
- চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আগমন করেন- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে।
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল- বিক্রমাদিত্য ও সিংহ বিক্রম।
- গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়- হুন জাতির আক্রমণে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. চীন দেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন?
ক) হিউয়েন সাঙ খ) ফা হিয়েন
গ) আইসিং ঘ) উপরের সবগুলোই

২. কোন যুগ প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত?
ক) মৌর্যযুগ খ) শুঙ্গযুগ
গ) কুষাণযুগ ঘ) গুপ্তযুগ

৩. কোনটি প্রাচীন নগরী নয়?
ক) কর্ণসুবর্ণ খ) উজ্জয়নী
গ) বিশাখাপট্টম ঘ) পাটলিপুত্র

৪. পরিব্রাজক কে?
ক) পর্যটক খ) পরিদর্শক
গ) পরিচালক ঘ) কোনটিই নয়

৫. চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন কখন ভারতবর্ষে অবস্থান করেন?
ক) ২০১-২১০ খ্রিষ্টাব্দে খ) ৪০১-৪১০ খ্রিষ্টাব্দে
খ) ৭০২-৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে ঘ) ৯০৫-৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে

৬. বাংলায় প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক কে?
ক) ই-সিং খ) ফা হিয়েন
গ) হিউয়েন সাং ঘ) জেন ডং

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	খ

গুপ্ত পরবর্তী বাংলা

গৌড় রাজ্য ও রাজা শশাঙ্ক:

গৌড় রাজ্যের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালি রাজা। তিনি হলেন প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ৬০৬ সালে রাজা শশাঙ্ক গৌড় রাজ্য শাসন করেন। তিনি ছিলেন গৌড়ের স্বাধীন সুলতান। তার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী 'কর্ণসুবর্ণ'।

- বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা- শশাঙ্ক।
- হিউয়েন সাং বৌদ্ধধর্মের নিগ্রহকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন- শশাঙ্ককে।
- চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন সাং ভারতে আসেন- হর্ষবর্ধনের আমলে।
- গৌড়ের স্বাধীন নরপতি ছিলেন- শশাঙ্ক।
- শশাঙ্কের রাজধানীর নাম ছিল- কর্ণসুবর্ণ।
- শশাঙ্কের উপাধি ছিল- মহাসামন্ত।

পুষ্যভূতি রাজ্য:

৬০৬ সালে রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে নিহত হলে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি 'হর্ষাব্দ' নামক সাল গণনার প্রচলন করেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর রাজত্বকালে ৬৩০-৬৪৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ সফর করেন এবং তাঁর শাসনের বিভিন্ন দিক লিপিবদ্ধ করেন। হর্ষবর্ধনের দরবারে তিনি ৮ বছর কাটান। কনৌজ ছিল এ সময়ের রাজধানী। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলে জানিয়েছেন। এটাকে বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় মনে করা হয়। হর্ষবর্ধন ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

- হর্ষাব্দ নামক সাল গণনা শুরু করেন- হর্ষবর্ধন।
- হর্ষবর্ধনের আগে ক্ষমতায় ছিল- রাজ্যবর্ধন।
- হর্ষবর্ধন প্রথম জীবনে ছিলেন- হিন্দু ধর্মালম্বী, পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।
- হর্ষবর্ধনের আমলে ভারতবর্ষ সফর করেন- চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং।

মাৎস্যন্যায়–

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশত বছর অর্থাৎ ৭ম-৮ম শতকের অরাজকতা ও আইনশৃঙ্খলাহীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা হলো মাৎস্যন্যায়। এ সময় বড় কোন সাম্রাজ্য বা শক্তিশালী রাজা ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গ্রাস করে, সবল রাজ্য এভাবে দুর্বল রাজ্যকে গ্রাস করত বলে এ অবস্থাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়। এই শোচনীয় অবস্থা দূর করার জন্য তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তি গোপালকে নেতা নির্বাচন করেন।

- পাল তাম্র শাসনে শশাঙ্কের পর অরাজকতাপূর্ণ সময়কে (৭ম-৮ম শতক) বলে- মাৎস্যন্যায়।
- পুকুরে বড় মাছগুলো শক্তির দাপটে ছোট মাছ ধরে খেয়ে ফেলার পরিস্থিতিকে বলে- মাৎস্যন্যায়।
- ৭ম-৮ম শতকে বাংলার সবল অধিপতিরা গ্রাস করেছিল- ছোট অঞ্চলগুলোকে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
ক) কুষ্টিয়া খ) বগুড়া
গ) কুমিল্লা ঘ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২. প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন–
ক) রাজা কণিস্ক খ) বিক্রমাদিত্য
গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঘ) রাজা শশাঙ্ক

৩. প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি কে?
ক) হর্ষবর্ধন খ) শশাঙ্ক
গ) গোপাল ঘ) লক্ষ্মণ সেন

৪. হিউয়েন সাং বাংলায় এসেছিলেন যার আমলে–
ক) সম্রাট অশোক খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
গ) শশাঙ্ক ঘ) হর্ষবর্ধন

৫. শশাঙ্কের রাজধানী ছিল–
ক) কর্ণসুবর্ণ খ) গৌড়
গ) নদীয়া ঘ) ঢাকা

৬. বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন–
ক) ধর্মপাল খ) গোপাল
গ) শশাঙ্ক ঘ) দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত

৭. বাংলার ইতিহাসের প্রথম প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় কার শাসনামল থেকে?
ক) সম্রাট অশোক খ) সম্রাট কনিস্ক
গ) রাজা শশাঙ্ক ঘ) রাজা গোপাল

৮. বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন–
ক) ধর্মপাল খ) গোপাল
গ) শশাঙ্ক ঘ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

৯. সর্বপ্রথম বাঙালি রাজা কে?
ক) শশাঙ্ক খ) হেমন্ত সেন
গ) বিজয় সেন ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

১০. 'মাৎস্যন্যায়' ধারণাটি কিসের সাথে সম্পর্কিত?
ক) মাছবাজার
খ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
গ) মাছ ধরার নৌকা
ঘ) আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা

১১. 'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে?
ক) ৫ম - ৬ষ্ঠ শতক খ) ৬ষ্ঠ - ৭ম শতক
গ) ৭ম - ৮ম শতক ঘ) ৮ম - ৯ম শতক

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	গ
০৭	গ	০৮	গ	০৯	ক	১০	ঘ	১১	গ		

পাল বংশ

৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থান এর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে। বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ হলো পাল বংশ। পাল বংশের রাজারা একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করেছিলেন। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এসময় বাংলার রাজধানী ছিল পাহাড়পুর/সোমপুর।

গোপাল পাল (৭৫০-৭৮১)

গোপাল পাল ছিলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উত্তরবঙ্গের একজন শক্তিশালী সামন্ত নেতা। তিনি বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন। তিনি বিহারের উদন্তপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

ধর্মপাল (৭৮১-৮২১)

ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বা নরপতি। পাহাড়পুরের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার সোমপুর বিহার তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫-১০৮০)

তার শাসনামলে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলায় প্রথম সফল বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়। এ বিদ্রোহ কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। সে সময় জেলে, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে কৈবর্ত বলা হত। কৈবর্ত বিদ্রোহকে অনেক সময় বরেন্দ্র বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহও বলা হয়। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্ত বাহিনীকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজে নিহত হন।

রামপাল (১০৮২-১১২৪)

রামপালের মন্ত্রী ও সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিখ্যাত 'রামচরিত কাব্য' রচনা করেন। তিনি ছিলেন পাল বংশের শেষ রাজা।

- পাল বংশের রাজাগণ বাংলায় রাজত্ব করেছেন- প্রায় চার'শ বছর।
- পাল রাজারা যে ধর্মাবলম্বী ছিলেন- বৌদ্ধ।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা- গোপাল।
- পাল বংশের শেষ রাজা- রামপাল।
- নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহারের' প্রতিষ্ঠাতা- রাজা ধর্মপাল।

পাল বংশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ

- প্রতিষ্ঠাতা- গোপাল (৭৫০-১১২৪)
- শ্রেষ্ঠ রাজা- ধর্মপাল
- সর্বশেষ রাজা- মদনপাল (বাংলাপিডিয়া)
- বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করে- পালরা
- বাংলার দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ- পাল বংশ
- পালরা শাসন করে- প্রায় ৪০০ বছর (৭৫০-১১৬১)
- পাল রাজারা ছিলেন- বৌদ্ধ
- চর্যাপদের সৃষ্টি হয়- পালদের সময়
- রামপালের রাজত্ব সম্পর্কে জানা যায়- সন্ধ্যাকরনন্দীর গন্থে
- সন্ধ্যকরনন্দীর গ্রন্থ- রামচরিতম
- নওগাঁর সোমপুর মহাবিহার নির্মাণ করেন- ধর্মপাল
- রামসাগর দিঘি অবস্থিত- দিনাজপুর
- রামসাগর দিঘি নির্মাণ করেন- রামপাল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন–
ক) শশাঙ্ক খ) বখতিয়ার খলজি
গ) বিজয় সেন ঘ) গোপাল

২. বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম কি?
ক) পাল বংশ খ) সেন বংশ
গ) ভুইয়া বংশ ঘ) শুরু বংশ

৩. পাল বংশের প্রথম রাজা কে?
ক) গোপাল খ) দেবপাল
গ) মহীপাল ঘ) রামপাল

৪. পাল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে?
ক) গোপাল খ) ধর্মপাল
গ) দেবপাল ঘ) রামপাল

৫. পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের নির্মাতা কে?
ক) রামপাল খ) ধর্মপাল
গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঘ) আদিশূর

৬. পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারটি কি নামে পরিচিত ছিল?
ক) সোমপুর বিহার খ) ধর্মপাল বিহার
গ) জগদ্দল বিহার ঘ) শ্রীবিহার

৭. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার 'সোমপুর বিহার' কে নির্মাণ করেন?
ক) গোপাল খ) ধর্মপাল
গ) দেবপাল ঘ) মহীপাল

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	খ	৬	ক	৭	খ

সেন বংশ

সেন রাজাদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলের অধিবাসী। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। কিন্তু তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় তার পুত্র হেমন্ত সেনকে।

হেমন্ত সেন

সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে সেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সেন বংশের প্রথম রাজা। নদীয়া ছিল তার রাজধানী।

বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০)

হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০) রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। বিজয় সেন বাংলাকে সর্বপ্রথম একক শাসনের অধীনে আনয়ন করেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট স্বীয় নামানুসারে 'বিজয়পুর' নামে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার রামপাল স্থানে)। সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন।

বল্লাল সেন

বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি 'দানসাগর' নামক স্মৃতিময় গ্রন্থ এবং 'অদ্ভুত সাগর' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলায় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে তিনি কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন।

লক্ষ্মণ সেন

সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজী লক্ষ্মণ সেনকে অতর্কিত আক্রমণ করলে তিনি পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। এখানে আরো কিছুকাল রাজত্বের পর ১২০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

- সেন বংশের প্রথম রাজা বা প্রতিষ্ঠাতা- হেমন্ত সেন।
- সেন বংশের সর্বপ্রথম সার্বভৌম বা স্বাধীন রাজা- বিজয় সেন।
- সেন বংশ ও বাংলার শেষ হিন্দু রাজা- লক্ষ্মণ সেন।
- লক্ষ্মণ সেন ছিলেন- বৈষ্ণব ধর্মালম্বী।

সেন বংশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ (১০৫০)

- প্রতিষ্ঠাতা- হেমন্ত সেন
- শ্রেষ্ঠ রাজা- বিজয় সেন
- শেষ রাজা- লক্ষ্মণ সেন
- শেষ বাঙ্গালী হিন্দু রাজা- লক্ষ্মণ সেন
- লক্ষ্মণ সেনের উপাধি- গৌড়েশ্বর
- লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী- নদীয়া
- কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক- বল্লাল সেন
- দানসাগর ও অদ্ভুদ সাগর রচনা করেন- বল্লাল সেন
- পরমেশ্বর, পরম ভট্টরক, মহারাজাধিরাজ উপাধি ছিল- বিজয় সেনের
- সেন বংশের পতন ঘটে- ১২০৪ সালে
- লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করেন- বখতিয়ার খিলজি
- লক্ষ্মণ সেনের পতন ঘটে ও বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে- ১২০৪ সালে
- সেন বংশের শেষ শাসনকর্তা– কেশব সেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে ছিলেন?
ক) বিজয় সেন খ) লক্ষ্মণ সেন
গ) হেমন্ত সেন ঘ) বল্লাল সেন **উ: খ**

২. কোনটি লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাংলার রাজধানী ছিল?
ক) ঢাকা খ) নদীয়া
গ) রাজমহল ঘ) দেবকোট **উ: খ**

৩. বাংলায় হিন্দুধর্মে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন কে?
ক) হেমন্ত সেন খ) বিজয় সেন
গ) বল্লাল সেন ঘ) লক্ষ্মণ সেন **উ: গ**

৪. বখতিয়ার খলজীর নিকট সেন বংশের কোন রাজা পরাজিত হন?
ক) সামন্ত সেন খ) বিজয় সেন
গ) হেমন্ত সেন ঘ) লক্ষ্মণ সেন **উ: ঘ**

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

- মৌর্য যুগে বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।
- গৌড়ের রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ।

শাসনামল	রাজধানী
প্রাচীন আমল	সোনারগাঁও (১৩৩৮-১৩৫২ খ্রি:), গৌড় (১৪৫০-১৫৬৫ খ্রি:)
মুঘল আমল	সোনারগাঁও, ঢাকা
মৌর্য ও গুপ্ত বংশ	পাটলিপুত্র/গৌড়
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	একডালা
গৌড় রাজ্যের/শশাঙ্কের	কর্ণসুবর্ণ
খড়গ	কুমিল্লার কর্মান্তবসাক
হর্ষবর্ধন	কনৌজ
মৌর্যযুগ/পুণ্ড্র জনপদ	পুন্ড্রনগর (বাংলার প্রাদেশিক)
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	পাটলিপুত্র
ঈসা খান	সোনারগাঁও
দেব রাজবংশ	দেবপর্বত
বর্মদেব	বিক্রমপুর
বুগরা খান	লক্ষণাবতী
সেন আমল/লক্ষ্মণ সেন	নদীয়া বা নবদ্বীপ
গুপ্ত রাজবংশ	বিদিশা

উপমহাদেশে ইসলামের আগমন

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে সিন্ধু রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হলে সিন্ধু ও মুলতান রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম

হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করেন। বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রসারের সূচনা ঘটে ।

সুলতান মাহমুদ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু ও মুলতান জয়ের প্রায় ৩০০ বছর পর দশম শতকের শেষদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে গজনীর তুর্কি সুলতান আমীর সবুক্তগীন ও তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ পুন:পুন ভারত আক্রমন করেন। ১০০০-১০২৭ সালের মধ্যে সুলতান মাহমুদ মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন।

ভারতে মুসলিম শাসন

ময়েজউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরী

তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে সমগ্র পাঞ্জাব দখল করেন। এরপর ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যগুলো জয়ের মানসে আজমীর ও দিল্লীর চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজের সাথে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ লিপ্ত হন ১১৯১ সালে। এ যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরী পরাজিত হয়। অধিক শক্তি সঞ্চয় করে মুহম্মদ ঘুরী ১১৯২ সালে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের মুখোমুখি হন। পৃথ্বীরাজ দেশীয় শতাধিক রাজার সহযোগিতা নিয়েও মুহম্মদ ঘুরীর নিকট পরাজিত হলে আজমীর ও দিল্লী মুসলমানদের দখলে আসে।

- দাহির ছিলেন- সিন্ধু ও মুলতানের রাজা।
- যে মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন- তারিক।
- আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন- দাহির।
- প্রথম মুসলিম সিন্ধু বিজেতা ছিলেন- মুহাম্মদ-বিন-কাসিম।
- সুলতান মাহমুদের রাজসভার শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন- আল বিরুনী।
- প্রাচ্যের হোমার বলা হয়- মহাকবি ফেরদৌসীকে।
- ভারতে সর্বপ্রথম তুর্কী সাম্রাজ্য বিস্তার করেন- মুহাম্মদ ঘুরী।
- প্রথম তরাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১১৯১ সালে, এ যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হন।
- বাংলার মুসলমান রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে- সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে।

বাংলায় মুসলিম শাসন

বখতিয়ার খলজীর বাংলা জয়

মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের অনুমতিক্রমে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইখতিয়ার-উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

বখতিয়ার খিলজি

- বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা- ১২০৪ সাল
- মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়- ত্রয়োদশ শতকে
- বাংলার শেষ হিন্দু রাজা- লক্ষণ সেন
- বখতিয়ার ছিলেন আফগানিস্তানের তুর্কি সেনা
- বিহার জয়- ১২০৩ সালে
- বাংলা জয় করেন- ১২০৪ সালে
- রাজধানী স্থাপন করেন- দেবকোট, দিনাজপুর
- ব্যর্থ অভিযান তিব্বত অভিযান- ১২০৬ সালে
- মৃত্যু-১২০৬ সালে
- বাংলায় ১ম মুসলমান সুলতান- বখতিয়ার খলজি

বাংলায় তুর্কী শাসন

বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাথমিক পর্যায় ছিল ১২০৪ সাল থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলাকে বলা হত 'বুলগাকপুর' বা 'বিদ্রোহের নগরী'।

হযরত শাহজালালের বাংলায় আগমন

হযরত শাহজালাল ছিলেন প্রখ্যাত দরবেশ ও ইসলাম প্রচারক। তিনি ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনে (মতান্তরে তুরস্কে) জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত সুফী শাহ্ পরান ছিলেন তার ভাগ্নে এবং শিষ্য।

খান জাহান আলী

- নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় খান জাহান আগমণ করেন
- ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন
- প্রকৃত গম্বুজ- ৮১টি
- মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় মসজিদ- ষাট গম্বুজ মসজিদ
- বাগেরহাটের পূর্ব নাম- খলিফাতাবাদ

দিল্লী সালতানাত

দাস বংশ (১২০৬-১২৯০)

সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০)

ভারতে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুতুবুদ্দিন আইবেক। তিনি ছিলেন গজনীর সুলতান মুহম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস। মুহম্মদ ঘুরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে কুতুবুদ্দিন আইবেককে অধিকৃত ভারতবর্ষের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১২০৬ সালে মুহম্মদ ঘুরী মৃত্যুবরণ করলে কুতুবুদ্দিন ভারতবর্ষের সম্রাট হন। ঐতিহাসিক ড. শ্রীবাস্তবের মতে, তিনি ছিলেন সমগ্র হিন্দুস্তানের প্রথম মুসলিম সম্রাট।

১২১০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দানশীলতার জন্য তাকে 'লাখবক্স' বলা হত। দিল্লীর কুতুব মিনার নামক সুউচ্চ মিনারটির নির্মাণকাজ শুরু হয় তার শাসনামলে। তিনি মিনারটির নির্মাণকাজ শেষ করতে পারেননি। দিল্লীর বিখ্যাত সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর নামানুসারে এর নাম রাখা হয় কুতুবমিনার।

- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক এর জীবন শুরু করেন- মুহাম্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস হিসেবে।
- মুহাম্মদ ঘুরীর অনুমতিক্রমে ভারত বিজয় করে দিল্লিতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- উপমহাদেশে স্থায়ী মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন- তুর্কিস্তানের অধিবাসী।
- কুতুবুদ্দিন আইবেক এর শাসনামলকে চিহ্নিত করা হয়- প্রাথমিক যুগের তুর্কি শাসন হিসেবে।
- দিল্লির প্রথম স্বাধীন সুলতান- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- দানশীলতার জন্য সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেককে বলা হত- 'লাখবক্স'।
- দিল্লির কুতুবমিনারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন- কুতুবুদ্দিন আইবেক।
- সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেকের মৃত্যু হয়- ১২১০ সালে।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬)

কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা ইলতুৎমিশ ১২১১ সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কুতুব মিনার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন।

- কুতুবুদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন- শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।
- প্রাথমিক যুগে তুর্কি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন- ইলতুৎমিশ।
- দিল্লির সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়- শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশকে।
- ভারতে মুসলমান শাসকদের মধ্যে প্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন- সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।
- ইলতুৎমিশের উপাধি ছিল- সুলতান-ই আযম।
- কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন- সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ।

সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০)

সুলতানা রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের কন্যা। তিনি ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলিম নারী।

- ইলতুৎমিশের কন্যার নাম- সুলতানা রাজিয়া।
- সুলতানা রাজিয়া দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন- ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে।
- দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী- সুলতানা রাজিয়া।

সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬)

বাংলার প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা ছিলেন ইলতুৎমিশের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য ফকির বাদশাহ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআন অনুলিপন ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

ভারতের তোতা পাখি নামে পরিচিত আমীর খসরু তাঁর দরবার অলংকৃত করেন। রক্তপাত ও কঠোর নীতি তাঁর শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০)

- আলাউদ্দিন খলজীকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেন- পর্যটক ইবনে বতুতা।
- দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপর হস্তক্ষেপ করেন- আলাউদ্দিন খলজী।
- বিখ্যাত আলাই দরওয়াজা- আলাউদ্দিন খলজীর কীর্তি।
- যে সকল গুণীজনকে আলাউদ্দিন পৃষ্ঠপোষকতা করেন- ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারনী, কবি হোসেন দেহলবী, কবি আমির খসরু প্রমূখ।
- প্রথম মুসলমান শাসক হিসেবে দক্ষিণ ভারত জয় করেন- আলাউদ্দিন খলজী।
- দক্ষিণাত্যের দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয়- মালিক কাফুর নেতৃত্বে (১৩০৬ খ্রিস্টাব্দে)।

তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)

মুহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)

তিনি ১৩২৬ সালে রাজধানীর দিল্লি থেকে দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে ১৩৩৩ সালে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং সুলতানের কাজীর পদ গ্রহণ করেন।

- দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন (১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে)- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- উত্তর ভারতে মোঙ্গলদের আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় পুনরায় রাজধানী দিল্লিতে ফেরত আনেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন- ইবনে বতুতা।
- সোনা ও রূপার মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীক তামার মুদ্রা প্রচলন করে মুদ্রামান নির্ধারণ করে দেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।
- ইবনে বতুতাকে প্রথমে দিল্লির কাজী এবং পরবর্তীতে চীনের রাষ্ট্রদূত করেন- মুহম্মদ বিন তুঘলক।

মাহমুদ শাহ

তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন মাহমুদ শাহ। বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর ছিলেন এসময় মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি। শৈশবে তার একটি পা খোড়া হয়ে যায় বলে তিনি তৈমুর লঙ নামে অভিহিত।

- তুঘলক বংশের শেষ সুলতান ছিলেন- মাহমুদ শাহ।
- তৈমুর লঙ-এর ভারত আক্রমণে পরাজিত হন- মাহমুদ শাহ।
- বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুর ছিলেন- মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের অধিপতি।
- তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন- ১৩৯৮ সালে।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

ইব্রাহীম লোদী

১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট দিল্লীর লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে দিল্লী সালতানাতের পতন ঘটে।

- দিল্লীর লোদী বংশের সর্বশেষ সুলতান- ইব্রাহীম লোদী।
- দিল্লীর সালতানাতের পতন ঘটে- ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী শাসন

দিল্লীর সুলতানগণ ১৩৩৮-১৫৩৮ এ দুইশত বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেনি। এ সময় বাংলার সুলতানরা স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করে।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯)

বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল শুরু হয় ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমল থেকে। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। বাংলা ছিল দিল্লীর তুঘলক সুলতান শাসিত অঞ্চল। এটি ছিল তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত-সোনারগাঁও (শাসক বাহরাম খান), সাতগাঁও (শাসক ইয়াজউদ্দিন ইয়াহিয়া) ও লখনৌতি (শাসক কদর খান)।

ইবনে বতুতা

- মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে ভারতবর্ষে আসেন
- ১৩৩৩ সালে আসেন
- তিনি মরক্কোর বিখ্যাত পরিব্রাজক
- ১৩৪৫ বা ১৩৪৬ সালে ভারতবর্ষে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের শাসনামলে সোনারগাঁ আসেন
- বাংলাকে 'দোযখপূর্ণ নিয়ামত' বলেন
- তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল রেহালা"

ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

- স্বাধীন সুলতানি যুগের রচনা করেন- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
- বাংলা দিল্লির শাসনে ছিল- ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত
- বহরাম খানের সেনাপতি ছিলেন- ফখরুদ্দিন
- বহরাম খানের মৃত্যু- ১৩৩৮ সাল
- মোবারক শাহ ক্ষমতায় আসেন- ১৩৩৮ সালে
- সোনারগাঁয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- ১৩৩৮ সালে
- বদরখানকে পরাজিত করেন- ১৩৩৮ সালে
- বদরখান ও ইজ্জতখান তাকে আক্রমণ করে পরাজিত করে
- চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করেন মোবারক শাহ
- বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান মোবারক শাহ
- নুসরত শাহ-এর মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।
- নুসরত শাহ-এর পুত্রের নাম- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।
- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের শাসনকাল ছিল- মাত্র নয় মাস।
- আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করেন- তাঁর চাচা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ।

ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪১২)

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

হাজী ইলিয়াস ১৩৪২ সালে লখনৌতির শাসনকর্তা আলাউদ্দিন আলী শাহকে হত্যা করে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে লখনৌতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৩৫২ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল করে সমগ্র বাংলায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ ভূখন্ডের নামকরণ করেন 'মূলক-ই-বাঙ্গালাহ' এবং নিজেকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র বাংলা ভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে ওঠে 'বাঙ্গালাহ' নামে। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতা সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

সুলতান সিকান্দার শাহ

ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ মালদহের বড় পান্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন ১৩৫৮ সালে। গৌড়ের কোতওয়ালী দরজা তাঁর অমরকীর্তি।

- ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহের পর সোনারগাঁয়ের ক্ষমতা দখল করেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- গিয়াসউদ্দিনের আমন্ত্রণের জবাবে কবি হাফিজ তাকে উপহার পাঠান- একটি গজল।
- যে সুলতান 'শাহ-ই-বাঙ্গাল' উপাধি লাভ করেন- ইলিয়াস শাহ।
- যে মুসলমান শাসক সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন-ইলিয়াস শাহ।
- বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান ছিলেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- 'বাঙ্গালাহ' নামের প্রচলন করেন- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।

হুসেন শাহী শাসন (১৪৯৩-১৫৩৮)

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ হলেন বাংলার সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (১৪৯৩-১৫১৯) শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে সেনাপতি পরাগল খানের উৎসাহে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের একাংশ বাংলায় অনুবাদ করেন। সুলতান হুসেন শাহের সময়ে কবি মালাধর বসু ও বিজয় গুপ্ত তার রাজসভা অলংকৃত করেন। মালাধর বসুকে সুলতান 'গুণরাজ খান' উপাধি দান করেন। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের হিন্দু প্রজাগণ তাঁকে 'নৃপতি তিলক' ও 'জগৎ ভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁকে বাদশাহ আকবরের সাথে তুলনা করা হয়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর নিকট খুব সম্মান লাভ করেন। তিনি গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়ের একডালা।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

- সর্বপ্রথম বাংলার অধিপতি হন যে মুসলমান সুলতান- ইলিয়াস শাহ
- গৌড়ের সিংহাসনে বসেন- ১৩৪২ সালে
- পূর্ববঙ্গ জয় করেন- ১৩৫২ সালে
- সমগ্র বাংলা তার শাসনাধীনে আসে
- শাহ-ই-বাঙ্গালাহ হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন
- সমগ্র বাংলা বাঙ্গালাহ নামে পরিচিত হয়
- সবগুলো জনপদ একত্রিত করেন
- দিল্লির ফিরোজ শাহের সাথে যুদ্ধে জয়ী হন
- তার পুত্র- সিকান্দার শাহ
- বাংলার প্রথম জনক- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ

- তিনি সিকান্দার শাহের পুত্র
- ইউসুফ জুলেখা কাব্য রচনা করা হয় তার শাসনামলে
- পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ
- হাফিজ তাকে গজল উপহার পাঠান
- নিজে কবি ছিলেন যে সুলতান- গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ

- তাঁর মাজার রয়েছে- সোনারগাঁয়ে
- শাহ সুলতান বলখীর মাজার রয়েছে- বগুড়ায়
- মা হুয়ান সফর করেন- গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের শাসনামলে
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সেনাপতি- পরাগল খান ও ছুটি খান।
- হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন- বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই ও যশোরাজ খান প্রমুখ।
- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতিদ্বার নির্মিত হয়- হুসেন শাহের আমলে।
- বাংলাদেশের আকবর বলা হতো যে নরপতিকে- হুসেন শাহকে।
- হুসেন শাহী বংশের সুলতানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তিনি ৪৫ বছর (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি. পর্যন্ত) ক্ষমতায় ছিলেন।
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজধানী ছিল- একডালা।
- নৃপতি তিলক, জগৎ ভূষণ ও কৃষ্ণাবন উপাধিতে ভূষিত হন- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

সিকান্দার শাহ

- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের ছেলে।
- ফিরোজ শাহ পুনরায় আক্রমণ করেন- ১৩৫৮ সালে।
- সিকান্দার শাহ আশ্রয় নেয়- একডালা দুর্গে।
- বাংলা শাসন করেন- ৩৫ বছর।
- মালদহের পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন।
- নির্মাণ করেন- ১৩৫৮ সালে।
- কোতওয়ালী দরজা নির্মাণ করেন।

নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) গৌড়ের 'বড় সোনা মসজিদ' (বার দুয়ারী মসজিদ) এবং 'কদম রসুল মসজিদ নির্মাণ করেন।

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ

বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ। ১৫৩৮ সালে শের শাহ সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখল করলে বাংলার দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।

নুসরত শাহ

- আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পুত্র
- মুঘল সম্রাট বাবরের সাথে সন্ধি করেন
- গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন
- কদম রসুল মসজিদ নির্মাণ করেন
- বারদুয়ারী মসজিদ নির্মাণ করেন
- তার একজন অন্যতম কর্মচারী ছিলেন- কবি শেখর

- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ-এর পুত্রের নাম- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।
- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ-এর উপাধি- আবু মুজাফফর নুসরাত শাহ।
- গৌড়ের বারদুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে অবদান রাখেন- নুসরাত শাহ।
- কদম রসুল মসজিদ স্থাপত্য শিল্পে অবদান রাখেন- নুসরাত শাহ।
- বাগেরহাটের 'মিঠা পুকুর' এর নির্মাতা- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ।

এক নজরে স্বাধীন সুলতানী আমল

স্বাধীন সুলতানী আমল		
ইলিয়াস শাহী বংশ	ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ	বাংলার ১ম স্বাধীন সুলতান ইবনে বতুতা আসেন ইবনে বতুতা মরক্কোর অধিবাসী
	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	সমগ্র বাংলার ১ম মুসলিম সুলতান সকল জনপদ একত্রে 'বাংলা/বাঙ্গালা' অধিবাসী- 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' আশ্রয় নেন- একডালা দুর্গে
	সুলতান সিকান্দার শাহ	নির্মাণ করেন- পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করেন- একডালা দুর্গে
	গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ	পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। কবি হাফিজকে আমন্ত্রণ জানান চীনের সঙ্গে বাংলার সুসম্পর্ক
	(রাজা গণেশ; মাঝের কিছু সময় রাজা গণেশ ও তার বংশধররা শাসন করেন)	
	নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ	নির্মাণ করেন- ষাটগম্বুজ মসজিদ
হুসেন শাহী বংশ	আলাউদ্দীন হুসেন শাহ	নির্মাণ করেন- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ
	নাসিরউদ্দীন নুসরত শাহ	গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ কদম রসুল মসজিদ
	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ	হোসেন শাহী বংশের সর্বশেষ সুলতান

এক নজরে বিভিন্ন পরিব্রাজকের বাংলায় আগমন

পরিব্রাজকের নাম	জাতীয়তা	বাংলায় আগমন সাল	তৎকালীন এদেশীয় শাসক
মেগাস্থিনিস	গ্রীক	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
ফা-হিয়েন	চীনা	৪০১-৪১০ খ্রিস্টাব্দ	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
হিউয়েন সাং	চীনা	৬৩০ খ্রিস্টাব্দ	হর্ষবর্ধন
ইবনে বতুতা	মরক্কীয়	১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ (ভারতে আগমন)	দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক
		১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ (বাংলায় আগমন)	বাংলার সুলতান: ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ
মা-হুয়ান	চীনা	১৪০৬	গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ

আফগান/শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫)

শের শাহ (১৫৪০-১৫৪৫)

১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ূনকে পরাজিত করে শেরখান 'শের শাহ' উপাধি নেন। তিনি নিজেকে বিহারের স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৫৪০ সালে তিনি বাংলা দখল করেন। একই বছর তিনি হুমায়ূনকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করে উপমহাদেশে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার স্বাধীন শূর/আফগান বংশ

শের শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইসলাম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রি.) বাংলাদেশ দিল্লীর অধীনে ছিল। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে আফগানদের মধ্যে যে ভীষণ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তাতে আফগান সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ে বাংলার শাসনকর্তা মুহাম্মদ খান শূর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং মুহাম্মদ শাহ শূর উপাধি ধারণ করেন। আফগানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে আরাকানের মগ রাজা মেং বেং চট্টগ্রাম দখল করেন। মুহাম্মদ শাহ শূর মগদেরকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন এবং আরাকান অধিকার করেন। কিন্তু আরাকানের উপর তাঁর অধিকার বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মুহম্মদ শাহ উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মুহম্মদ আদিল শাহ শূরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি বিহার জয় করেন এবং আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। আদিল শাহের সেনাপতি হিমু চাপ্পরঘাটার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন ১৫৫৫ খ্রি.। মুহাম্মদ শাহ শূরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ শূর গৌড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন। বাহাদুর শাহ শূর পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আদিল শাহ শূরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং সুরজগড়ের নিকট এক যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। বাহাদুর শাহ দক্ষিণ বিহারের শাসনভার তাজ খান কররানীর উপর ন্যাস্ত করেন এবং গৌড় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫৬০ খ্রি. বাহাদুর শাহ শূরের মৃত্যু হয়। তাঁর ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী জালাল শাহ শূর তিন বৎসর রাজত্ব করে ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। জালাল শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দিন নামক এক ব্যক্তির হাতে প্রাণ হারান। গিয়াসউদ্দিন গৌড়ের সিংহাসন আত্মসাৎ করেন। তার ফলে বাংলায় শূর আফগান বংশের রাজত্বের অবসান হয়।

বাংলায় কররানী আফগান শাসন

কররানী আফগান বংশীয় তাজ খান ও সুলায়মান খান কনৌজের যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার পুরস্কারস্বরূপ শের শাহ তাদের দক্ষিণ বিহারের খাসপুরে তানডায় জায়গির দান করেন। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে তাজ খান কররানী সেনাপতি ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতা রূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইসলাম শাহের বালকপুত্র ও উত্তরাধিকারী ফিরোজের সময়ে তাজ খান উজির নিযুক্ত হন। ফিরোজকে হত্যা করে তার মাতুল মুহম্মদ আদিল শূর সিংহাসন আত্মসাৎ করেন। এই সময়ে তাজ খান প্রাণ রক্ষার জন্য রাজধানী গোয়ালিয়র থেকে পলায়ন করেন। তিনি দক্ষিণ বিহারে তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান, ইমাদ ও ইলিয়াসের সঙ্গে মিলিত হন এবং সেখানে প্রাধান্য স্থাপন করেন।

১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাজ খান কররানী নামমাত্র বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ শূরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিছুদিন পর তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়ে পড়েন। বাংলার সিংহাসনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি সুযোগের অন্বেষণে ছিলেন। অজ্ঞাতনামা গিয়াসউদ্দিন যখন শূর বংশের সিংহাসন আক্রমণ করেন, তখন সুযোগ বুঝে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাজ খান ও তাঁর ভ্রাতারা গৌড় আক্রমণ করেন এবং গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলা জয় করেন।

- শের শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন- তার কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খাঁ, ইসলাম শাহ উপাধি ধারণ করে।
- জালাল খাঁ রাজত্ব করেছিলেন- ১৫৪৫-১৫৫৪ পর্যন্ত বা ৯ বছর।
- শূর শাসনে (১৫৫৪-১৫৫৫) পর্যন্ত এক বছরের শাসন করেন তিনজন শাসক- মুহম্মদ শাহ আদিল, ইব্রাহিম খাঁ, সিকান্দার শাহ শূর।
- ১৫৫৫ সালে হুমায়ূন সিকান্দার শাহকে পরাজিত করলে অবসান ঘটে- শূর শাসনের।
- শূর শাসনের সূত্রপাত করেন আফগান শাসক- শেরশাহ।
- শূর শাসনের শ্রেষ্ঠ শাসক শেরশাহ রাজত্ব করেন- ১৫৪০-১৫৪৫ পর্যন্ত।
- আফগান বংশের শাসক শের শাহ-এর প্রথম নাম- ফরিদ।
- শের শাহের আসল নাম- শের খান।
- ভারতবর্ষে পুরোপুরি 'ঘোড়ার ডাক' ব্যবস্থার প্রচলন করেন শের শাহ।
- দিল্লি থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করেন- শের শাহ।
- পাট্টা (ভূমি স্বত্বের দলিল) ও (চুক্তি দলিল) প্রথা চালু করেন-শের শাহ।
- সড়ক-ই-আযম (পরবর্তীতে ইংরেজদের দেয়া নাম গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড) নামে সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত ৪৮৩০ কি.মি. দীর্ঘ একটি মহাসড়ক নির্মাণ করেন- শের শাহ।
- শের শাহ চাকরি করতেন- বাবরের অধীনে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম কখন ও কার আমলে ডাক সার্ভিস চালু হয়?
ক) শের শাহ খ) শায়েস্তা খাঁ
গ) নুসরত শাহ ঘ) সিরাজউদ্দৌলা

২. গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাতা কে?
ক) বাবর খ) আকবর
গ) শাহজাহান ঘ) শের শাহ

৩. বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক' রোডটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে?
ক) কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি
খ) ঢাকা জেলার বারিধারা
গ) যশোর জেলার ঝিকরগাছা
ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ

৪. কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার প্রবর্তক–
ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) শের শাহ ঘ) আকবর

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	গ

বাংলার বারো ভূঁইয়া

বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান (১৫২৯-১৫৯৯ খ্রি.)। তিনি বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও এর পত্তন করেছিলেন। সম্রাট আকবরের সেনাপতিরা ঈসা খান ও অন্যান্য জমিদারের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেছেন কিন্তু বারো ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁকে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। ঈসা খাঁর মৃত্যুর পর বারো ভূঁইয়াদের নেতা হন তাঁর পুত্র মুসাখান।

বার ভূঁইয়া

- বার ভূঁইয়াদের প্রধান ছিলেন- ঈশা খাঁ
- ঈশা খাঁর পরে বার ভূঁইয়াদের প্রধান ছিলেন- মুসা খাঁ
- ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল- সোনারগাঁয়ে
- বার ভূঁইয়াদের দমন করেন- সুবেদার ইসলাম খান
- বার ভূঁইয়াদের দমন করা হয়- জাহাঙ্গীরের সময়ে
- যে ভূঁইয়ার সমাধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- মুসা খাঁ।

মুঘল শাসনামল

মোঙ্গল জাতির আদি বাসভূমি ছিল মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোলিয়া থেকে এসে মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করার সময় থেকে তারা মুঘল নামে অভিহিত হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হলে আফগানদের সাথে মুঘলদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের আমলে ভারতে নব-প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০)

জহির উদ্দিন মুহম্মদ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার জন্য ইতিহাসে 'বাবর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি পিতার দিক হতে তৈমুর লঙ এবং মায়ের দিক থেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন। তিনি হলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে তিনি মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 'তুযক-ই-বাবর' বা বাবরের আত্মজীবনী নামক গ্রন্থে বাবর তাঁর জীবনের জয় পরাজয়ের ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা নগরীতে অবস্থিত ছিল। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রবাদী হিন্দুগোষ্ঠী ঐতিহাসিক এই মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলে।

- মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা- সম্রাট বাবর (১৫২৬ সালে)।
- সম্রাট বাবরের জন্ম বর্তমান রুশ- তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ফারগানায়।
- বাবর শব্দের অর্থ- বাঘ।
- সম্রাট বাবর পিতার দিক থেকে-তৈমুর লঙ এবং মায়ের দিক থেকে- চেঙ্গিস খানের বংশধর।
- পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহীম লোদীর মধ্যে।
- ১৫২৬ সালে ইব্রাহীম লোদীর সাথে সংঘটিত পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সূত্রপাত হয়- মুঘল সাম্রাজ্যের।
- পানিপথের অবস্থান- দিল্লির অদূরে অর্থাৎ ভারতের উত্তর প্রদেশের হরিয়ানা নামক স্থানে (দিল্লি ও আগ্রার মধ্যবর্তী যমুনা নদীর তীরে)।
- সম্রাট বাবর রচিত আত্মজীবনীর নাম- তুযক-ই-বাবর বা বাবরনামা, এটি তুর্কি ভাষায় রচিত।
- সম্রাট বাবর মৃত্যুবরণ করেন- ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর (সমাহিত করা হয় আফগানিস্তানের কাবুলে)।

নাসির উদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৪০ এবং ১৫৫৫-১৫৫৬)

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন বাংলায় প্রবেশ করেন এবং গৌড় অধিকার করেন। তিনি গৌড় নগরের অপরূপ সৌন্দর্য এবং এর অপরূপ জলবায়ুর উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হন। তিনি গৌড় নগরীর নাম পরিবর্তন করে 'জান্নাতাবাদ' রাখেন। ১৫৩৯ সালে চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে দিল্লি পৌছেন। পরের বছর (১৫৪০ সাল) শের শাহের বিরুদ্ধে আবার অভিযান পরিচালনা করেন। বিজয়ী শের শাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। শের শাহ ভারতে পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন ১৫৫৫ সালে পুনরায় দিল্লি দখল করেন। ১৫৫৬ সালে দিল্লির অদূরে তাঁর নির্মিত দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

- সম্রাট হুমায়ুন ক্ষমতা লাভ করেন- ৩০ ডিসেম্বর ১৫৩০ এবং সিংহাসনচ্যুত হন- ১৭ মে ১৫৪০।
- বক্সারের নিকটবর্তী চৌসার নামক স্থানে শের শাহ হুমায়ুনকে অতর্কিত আক্রমণ করেন- ১৫৩৯ সালে।
- চৌসারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে- দিল্লি পৌছেন।
- সম্রাট হুমায়ুন ১৫৪০ সালে শের শাহের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে পরাজিত হন- কনৌজের যুদ্ধে।
- পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন পুনরায় দিল্লি দখল করেন- ১৫৫৫ সালে।
- বাংলাকে জান্নাতাবাদে বলে আখ্যায়িত করেন- ১৫৩৮ সালে।
- বাংলাকে জান্নাতাবাদ বলে আখ্যায়িত করেন- সম্রাট হুমায়ুন।
- ১৫৫৬ সালে দিল্লির অদূরে তাঁর নির্মিত দীন পানাহ দুর্গের পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন- সম্রাট হুমায়ুন।

জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মাত্র ১৩ বছর বয়সে আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বৈরাম খান আকবরের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এজন্য আকবর অনুরাগবশত তাকে খান-ই-বাবা (Lord Father) বলে ডাকতেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর হিমু দিল্লির মুঘল শাসনকর্তাকে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন। ১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর হিমুকে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের ফলে আকবর দিল্লি অধিকার করেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। আকবর ১৫৭৬ সালে বাংলা জয় করেন। অমুসলমানদের উপর ধার্য সামরিক করকে জিজিয়া কর বলে। সম্রাট আকবর রাজপুত ও হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্য তীর্থ ও জিজিয়া কর রহিত করেন। তিনি রাজপুত কন্যা যোধাবাঈকে বিবাহ করেন। তিনি রাজপুতদের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সম্বলিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সম্রাট আকবর মনসবদারী প্রথা চালু করেন। সম্রাটের রাজসভার সদস্যদের মধ্য আবুল ফজল ফেজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল রাজস্ব ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। টোডরমল এদেশের সরকারি কাজে **ফারসি ভাষা** চালু করেন। ফারসির অনুকরণে এদেশে গজল ও সুফি সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। আকবরের সভাসদ আবুল ফজল তাঁর বিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী' নামক গ্রন্থে দেশবাচক বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি 'বাংলা' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে দেখিয়েছেন যে, এদেশের প্রাচীন নাম 'বঙ্গ' এর সাথে বাধ বা জমির সীমানাসূচক 'আল' (-আলি, আইল) প্রত্যয়যোগে 'বাংলা' শব্দ গঠিত হয়। আকবরের রাজসভার গায়ক ছিলেন তানসেন। আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন বীরবল। ১৬০৫ খ্রি. সম্রাট আকবর মৃত্যুবরণ করেন। আগ্রার সেকেন্দ্রায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ (Bengali Calendar): ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে সকল কাজকর্ম হতো। মুঘল সম্রাট আকবর প্রচলিত হিজরী চন্দ্র পঞ্জিকাকে সৌরপঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। সম্রাট আকবর ইরান থেকে আগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী চন্দ্র বর্ষপঞ্জিকে সৌর বর্ষপঞ্জিতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। আমির ফতুল্লাহ শিরাজীর সুপারিশে সম্রাট আকবর ৯৯২ হিজরী (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দ)-এর বাংলা সৌর বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন করেন। তবে তিনি ২৯ বছর পূর্বে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের দিন থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরী (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। গ্রেগোরিয়ান সনের মতো বাংলা সনেও মোট ১২টি মাস। বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম মাস এবং পহেলা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

১৯৬৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক বাংলা সন সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি বাংলা সন সংস্কার করে। বাংলা সনের ব্যাপ্তি গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জির মতোই ৩৬৫ দিনের।

আবওয়াব : আবওয়াব আরবি ও ফারসি 'বাব' শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ দরজা, বিভাগ, অধ্যায়, সম্মানী, নির্ধারিত করের অতিরিক্ত দেয় কর ইত্যাদি। মুঘল আমলে ভারতে নিয়মিত করের অতিরিক্ত সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল সামরিক ও আবস্থিককর এবং অন্যান্য ধার্যকৃত অর্থকে বলা হতো আবওয়াব।

- মুঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন- ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১৩ বছর বয়সে)।
- সম্রাট আকবরের পুরো নাম- জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর।
- সম্রাট আকবর বাংলা বিজয় করেন- ১৫৭৬ সালে।
- 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের রচয়িতা- আবুল ফজল।
- সমগ্র বঙ্গ দেশ 'সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত ছিল- সম্রাট আকবরের সময়ে।
- 'মনসবদারী প্রথা' প্রচলন করেন- সম্রাট আকবর।
- সম্রাট আকবরের 'রাজস্বমন্ত্রী' ছিলেন- টোডরমল।
- 'বুলন্দ দরওয়াজা'-এর নির্মাতা- সম্রাট আকবর (গুজরাট রাজ্য জয় উপলক্ষ্যে)।
- 'অমৃতসর স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ করেন- সম্রাট আকবর।
- বাংলা সনের প্রবর্তক- সম্রাট আকবর। ১১ এপ্রিল ১৫৫৬ খ্রি. থেকে ১ বৈশাখ ৯৬৩ বাংলা সন গণনা শুরু হয়।
- সম্রাট আকবরের সমাধি- সেকেন্দ্রায়।
- বাংলাদেশের বার ভূঁইয়ার অভ্যুত্থান ঘটে- সম্রাট আকবরের সময়।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ১৫৫৬ সালে আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান ও আফগান নেতা হিমুর মধ্যে।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন- হিমু।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের অবসান ঘটে- মুঘল আফগান সংঘর্ষের।
- সম্রাট আকবর বিবাহ করেন- রাজকন্যা যোধাবাঈকে।
- ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সকল ধর্মের সার সংবলিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন- সম্রাট আকবর।
- সম্রাট আকবরের রাজসভার সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রমুখ ব্যক্তি।
- আকবরের রাজসভায় গায়ক তানসেনকে বলা হয়- 'বুলবুল-ই-হিন্দ'।
- আকবরের রাজসভার বিখ্যাত কৌতুককার ছিলেন- বীরবল।
- আকবরের প্রচারিত ধর্মের অনুসারী ছিল- ১৯ জন।

সেলিম নূর উদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)

সম্রাট আকবর বাংলা জয় করলেও সারা বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহাসনে আরোহণে করে তিনি বাংলা অধিকারের জন্য সুবেদার হিসেবে ইসলাম খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম মুঘল সুবেদার। ইসলাম খান বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন করেন এবং ১৬১২ সালে সমগ্র বাংলা মুঘলদের শাসনে আনয়ন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের প্রথম দূত ছিলেন ক্যাপ্টেন হকিন্স (১৬০৮)। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে নূরজাহানের বিবাহ মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নূরজাহান অপূর্ব রূপবতী মহিলা ছিলেন। নূরজাহানের বাল্য নাম ছিল মেহেরুননেছা। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। তার সমাধি লাহোরে অবস্থিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর'।

- জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন- ২৪ অক্টোবর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে।
- নূরজাহান ছিলেন- সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।
- নূরজাহানের প্রকৃত নাম- মেহেরুননেছা।
- জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করে- পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজরা।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর মেহেরুননেছাকে বিয়ে করেন- ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে।
- নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- আগ্রার দুর্গ নির্মাণ করেন- সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- সম্রাট জাহাঙ্গীর রচিত আত্মচরিত- তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর

শাহাজাহান ওরফে খুররম (১৬২৮-১৬৫৮)

মমতাজ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী। শাহজাহান তার স্ত্রীকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। সম্রাজ্ঞী ১৬৩১ সালে শেষ নিঃশ্বাষ ত্যাগ করেন। সম্রাট তার প্রিয়তমার মৃত্যুতে গভীর আঘাত পান। তিনি আগ্রার যমুনা নদীর তীরে পত্নীপ্রেমের অক্ষয়কীর্তি তাজমহল নির্মাণ করেন। নির্মাণকাল : ১৬৩২-১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ; (সপ্তদশ শতাব্দী)। এর স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ আহমদ লাহুরি; তবে পারস্যের স্থপতি ওস্তাদ ঈসা চত্বরের নকশা করার বিশেষ ভূমিকায় অনেক স্থানে নাম পাওয়া যায়। মণি মুক্তা খচিত স্বর্ণমণ্ডিত ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের অমর সৃষ্টি। সম্রাট শাজাহানের মুকুটে বিশ্ববিশ্রুত অপূর্ব 'কোহিনুর' হীরা শোভা বর্ধন করত। সম্রাট শাহজাহান দিল্লিতে লাল কেল্লা, জাম-ই-মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রায় মতি মসজিদ এবং লাহোরে সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। এজন্য তাঁকে Prince of Builders বা স্থপতি সম্রাট বলা হয়।

- শাহজাহানের বাল্যনাম- খুররম।
- সম্রাট শাহজানকে 'শাহজাহান' উপাধি দেন- তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- শাহজাহানের স্ত্রীর নাম- মমতাজ (মৃত্যুবরণ করেন ১৬৩১ সালে)
- সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতায় আসেন- ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে।
- পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি 'আগ্রার তাজমহল' নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- তাজমহলের স্থপতি ছিলেন- ওস্তাদ ঈশা বা ওস্তাদ আহমদ লহীরি।
- তাজমহল অবস্থিত- আগ্রার যমুনা নদীর তীরে।
- দিল্লির দরবারে শাহজাহানের নির্মিত অমর কীর্তি- দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই খাস।
- আগ্রার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- 'Prince of Builders' নামে খ্যাত- সম্রাট শাহজাহান।
- সম্রাট শাহজাহানের নির্মিত সিংহাসনের নাম- ময়ূর সিংহাসন।
- দিল্লিতে অবস্থিত 'লাল কেল্লা' নির্মাণ করেন- সম্রাট শাহজাহান।
- বাংলাদেশকে ভারতের শস্যভাণ্ডার বলে অভিহিত করেন- বার্নিয়ার।

আওরঙ্গজেব/আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭)

সম্রাট শাহজাহান তাঁর পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'আলমগীর' নামক তরবারী প্রদান করেন। বাংলার সুবেদার মীর জুমলা ১৬৬১ খ্রি. বিনা যুদ্ধে কুচবিহার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সময় কুচবিহারের নাম রাখা হয়েছিল 'আলমগীরনগর'। সম্রাট আওরঙ্গজেব অতিশয় ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'জিন্দাপীর' বলা হয়। তিনি জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন।

- আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেন- ২১ জুলাই ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে।
- অতিশয় ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে সম্রাট আওরঙ্গজেবকে- 'জিন্দাপীর' বলা হয়।
- 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' রচনা করেন- সম্রাট আওরঙ্গজেব।
- আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন- শায়েস্তা খান।
- সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন- চারপুত্র (দারাশিকোহ, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ) এবং দুই কন্যা (জাহানআরা ও রওশনআরা)
- ভ্রাতৃযুদ্ধে জাহানআরা দারাশিকোর পক্ষ এবং রওশনআরা সমর্থন করে- আওরঙ্গজেবের পক্ষ।
- সম্রাট শাহজাহান তার পুত্র আওরঙ্গজেবকে যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করেন- 'আলমগীর' নামক তরবারী।

মুহম্মদ শাহ

দুর্বল ও অকর্মণ্য মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ-এর আমলে (১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে) পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। নাদির শাহ ভারত হতে মহামূল্যবান কোহিনুর হীরা, ময়ূর সিংহাসন এবং প্রচুর ধনরত্ন পারস্যে নিয়ে যান।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-১৮৫৭ খ্রি.)

শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে) নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রেঙ্গুনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

- আহমদ শাহ আবদালি ছিলেন-নাদির শাহের সেনাপতি।
- নাদির শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানের অধিপতি হন- আহমদ শাহ আবদালি।
- মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ভারত আক্রমণ করে পরাজিত হন- আহমদ শাহ আবদালি।
- ১৭৬১ সালে দিল্লির অদূরে পানিপথের প্রান্তরে- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠাদের মধ্যে সংঘটিত হয়- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ।
- পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ আহমদ শাহ আবদালি পরাজিত করেন- মারাঠাদেরকে।
- 'ময়ূর সিংহাসন' বর্তমান আছে- ইংল্যান্ডে।
- শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।
- সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেওয়া হয়- রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুনে)

একনজরে মুঘলদের বংশ তালিকা

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (প্রতিষ্ঠাতা)

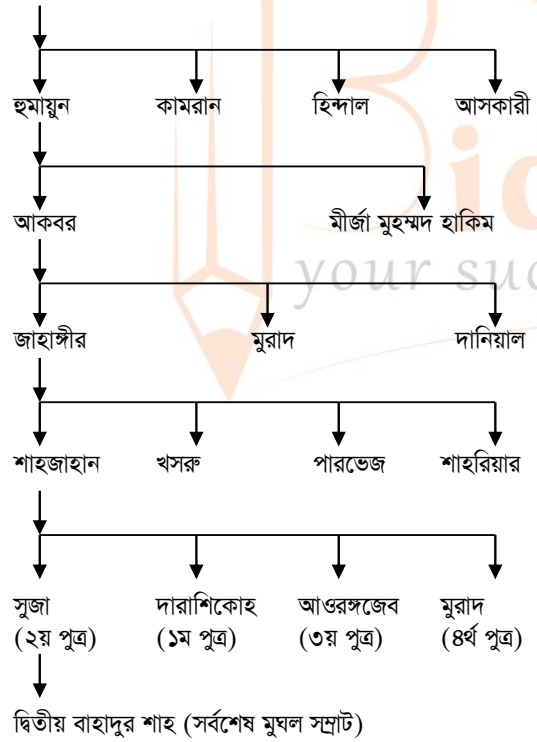

সম্রাট	অবদান	বাংলার সুবাদার/ শাসনকর্তা
বাবর	প্রতিষ্ঠাতা আত্মজীবনী- তুযুক-ই-বাবর, (বাবুরনামা) কবর- আফগানিস্তান কাবুলে	
হুমায়ুন	হুমায়ুননামা গ্রন্থের রচয়িতা গুলবদন বেগম	
[শূরী বংশ] শেরশাহ-গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি, ঘোড়ার ডাক প্রচলন		
আকবর	মোঘল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট, বাংলা সন প্রবর্তন, জিজিয়া কর ও তীর্থকর রহিত, মনসবদারী প্রথা প্রচলন, বুলন্দ দারওয়াজা নির্মাণ, অমৃতস্বর স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ	
জাহাঙ্গীর	আগ্রার দূর্গ নির্মাণ	ইসলাম খান ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করেন (প্রথমবারের মতো) ১৬১০ সালে। ঢাকার নাম রাখেন জাহাঙ্গীরনগর
শাহজাহান	ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ তাজমহল নির্মাণ এখানে (তাজমহল-আগ্রায়) দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান ই-খাস, লাল কেল্লা নির্মাণ করেন (ভারতের দিল্লীতে)	
আওরঙ্গজেব	মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সফল শাসক	শায়েস্তা খান শায়েস্তা খানের সময়-টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেতো। চট্টগ্রামের নাম রাখেন ইসলামাবাদ। মীর জুমলা ঢাকা গেট তৈরি করেন। মীর জুমলার কামান-ওসমানী উদ্যানে সংরকক্ষিত
মোঘল সাম্রাজ্যের পরবর্তী দুর্বল শাসক ও পতন		
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ	শেষ মোঘল সম্রাট রেঙ্গুনে নির্বাসিত	

বাংলায় সুবেদারী শাসন

ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.)

ইসলাম খান বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবেদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার রাজধানী হিসাবে ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন করেন। তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। সম্রাটের নামানুসারে তিনি ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি ঢাকার 'ধোলাই খাল' খনন করেন।

কাসিম খান জুয়িনী (১৬২৮-১৬৩২খ্রি.)

পর্তুগিজদের অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলে সম্রাট শাহজাহান তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খান পর্তুগিজদের হুগলি থেকে উচ্ছেদ করেন।

যুবরাজ শাহ সুজা (১৬৩৮-১৬৬০)

সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা সুজার শাসনামল ছিল বাংলার জন্য স্বর্ণযুগ। তিনি বড় কাটরা , ধানমন্ডি ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ করেন। তিনি ১৬৫১ সালে ইংরেজদের বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ দেন। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা হতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট শাহজাহানের পর আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি সেনাপতি মীর জুমলার হাতে পরাজিত হন এবং আরাকানে পালিয়ে যান।

- সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্রের নাম- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন- ১৬৩৯ সালে।
- ঢাকার চকবাজারে 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেন- ১৬৫৭ সালে।
- ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ দেন- শাহ সুজা।
- শাহ সুজা নিহত হন- আরাকানীদের হাতে।

মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)

১৬৬০ সালে তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি ঢাকার উত্তর দিকে সীমানা বর্ধিত করেন এবং 'ঢাকা গেইট' (দোয়েল চত্বর সংলগ্ন) নির্মাণ করেন।

- মীর জুমলাকে সুবেদার নিয়োগ করেন- আওরঙ্গজেব।
- মীর জুমলা সুবেদার ছিলেন- তিন বছর।
- কৃষকদের নিকট থেকে প্রথম রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন- মীর জুমলা।
- রাজমহল থেকে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তর করেন- মীর জুমলা।
- ঢাকা গেট নির্মাণ করেন- মীর জুমলা।
- সর্বপ্রথম আসাম ও কুচবিহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন- মীর জুমলা।
- মীর জুমলা মৃত্যুবরণ করেন- নারায়ণগঞ্জের নিকট খিজিরপুরে।

শায়েস্তা খান (১৬৬৩-'৭৮, ১৬৭৯-৮৮)

মীর জুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। শায়েস্তা খানের আমলকে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। তিনি পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের তাড়িয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন এবং নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ'। এ সময় চট্টগ্রাম প্রথমবারের মত পূর্ণভাবে বাংলার সাথে যুক্ত হয়। তিনি চকবাজার এলাকায় ছোট কাটরা নির্মাণ করেন। তাঁর উৎসাহে মীর মুরাদ 'হোসেনী দালান' নির্মাণ করেন।

শাহজাদা আযম ঢাকায় একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করে সীমানা দেয়াল স্থাপন করেন এবং নামকরণ করেন 'কেল্লা আওরঙ্গবাদ'। এক বছরের মাথায় শাহজাদা আযম বাংলা ত্যাগ করলে শায়েস্তা খান পুনরায় বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি দুর্গের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তাঁর কন্যা 'ইরান দুখত (পরী বিবি) মারা গেলে তিনি দুর্গকে অপয়া ভেবে নির্মাণ কাজ স্থগিত করেন। পরবর্তীতে ইব্রাহীম খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলে ১৬৯০ সালে দুর্গের কাজ সমাপ্ত হয়। এটিই বর্তমান কালের লালবাগের কেল্লা। শায়েস্তা খান স্থাপত্য শিল্পের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এই যুগকে বাংলায় মুঘলদের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

- শায়েস্তা খান জাহাঙ্গীরনগরের সুবেদারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন- ১৬৬৪ সালে।
- দু'বার বাংলার সুবেদার হন- শায়েস্তা খান।
- শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে এর নাম রাখেন- ইসলামাবাদ।
- পরী বিবি ছিলেন শায়েস্তা খানের কন্যা, যার আসল নাম- ইরান দুখ্ত।
- টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত- শায়েস্তা খানের আমলে।
- ঢাকায় ছোট কাটরা, হুসেনী দালান ও লালবাগের দুর্গ নির্মাণ করেন- শায়েস্তা খান।

পানিপথের তিনটি যুদ্ধ

পানিপথ ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। দিল্লী হতে এর দূরত্ব ৯০ কি. মি। এখানে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর* - লোদী	ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন।
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খান* - হিমু (আকবর)	বাংলায় মুঘল সাম্রাজের গোড়াপত্তন।
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	আবদালী* - মারাঠা	ভারতবর্ষের মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার।

➢ তারকা চিহ্ন (*) দ্বারা বিজয়ীকে বুঝানো হয়েছে

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি কোন গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে?
(ক) আলমগীরনামা (খ) আইন-ই-আকবরী
(গ) আকবরনামা (ঘ) তুজুক-ই-আকবরী

২. বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন-
(ক) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
(খ) ইলিয়াস শাহ
(গ) সম্রাট আকবর
(ঘ) সম্রাট বাবর

৩. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'?
(ক) বাবর (খ) হুমায়ুন
(গ) আকবর (ঘ) জাহাঙ্গীর

৪. দিল্লির কোন সম্রাট বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন?
(ক) শের শাহ (খ) আকবর
(গ) জাহাঙ্গীর (ঘ) আওরঙ্গজেব

৫. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
(ক) সম্রাট বাবর (খ) হুমায়ুন
(গ) মুহম্মদ ঘুরী (ঘ) আলেকজান্ডার

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	খ	৪	ক	৫	ক

বাংলায় নবাবী শাসন

মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭৫৬)

সুবেদার মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলা সুবা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। তিনি হলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। তাঁর আমল থেকে বাংলায় নবাবী আমল শুরু হয়। ১৭০০ সালে তিনি বাংলার দেওয়ানী লাভ করেন। তিনি ১৭০২ সালে মুর্শিদকুলী খান উপাধি পান। ১৭১৭ সালে তিনি বাংলার স্থায়ী সুবেদার নিযুক্ত হন এবং বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত করে নাম রাখেন 'মুর্শিদাবাদ'। তাঁর শাসনামল থেকে বাংলায় নবাবী শাসন শুরু হয়। তিনি বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন।

- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব- মুর্শিদকুলী খান।
- মুর্শিদকুলী খানকে উড়িষ্যার নায়েব সুবেদার পদে নিযুক্ত করেন- সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে)।
- 'জাফর খান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়- মুর্শিদকুলী খানকে (১৭১৪ সালে)।
- মুর্শিদকুলী খানকে বাংলার সুবেদারি প্রদান করা- হয় ১৭১৭ সালে।
- বাংলায় স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা করেন- মুর্শিদকুলী খান।
- বাংলায় রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথম কৃতিত্বপূর্ণ অবদান- মুর্শিদকুলী খানের।
- মুর্শিদকুলী প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার নাম- মালজামিনী।
- মুর্শিদকুলী খানের সময় উচ্ছেদকৃত জমিদারদের প্রদত্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা হলো- নানকর।
- 'জিনাত-উন-নিসা' ছিলেন- মুর্শিদকুলী খানের কন্যা (স্বামী সুজাউদ্দীন খান)।

আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬)

বাংলায় মারাঠা আক্রমণকারীরা 'বর্গী' নামে পরিচিত ছিল। এই বর্গী শব্দটি 'বরগি' শব্দের অপভ্রংশ। মারাঠা বাহিনীর সাধারণ সৈন্যদের সর্বনিম্ন পদধারীদের বলা হতো বর্গী। মারাঠাদের আক্রমণকে বাংলার ইতিহাসে বর্গীর হাঙ্গামা বলা হয়। আলীবর্দী খান মারাঠাদের সাথে চুক্তি করে বাংলাকে মারাঠাদের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন। ১৭৫৬ সালে এপ্রিল মাসে তিনি মারা গেলে তার দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

- আলীবর্দী খানের প্রকৃত নাম- মির্জা মুহাম্মদ আলী।
- ১৭৪০ সালে গিরেয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার মসনদ অধিকার করেন- আলীবর্দী খান।

সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জয়েন উদ্দিন এবং মাতার নাম আমিনা। মাতামহ নবাবের মৃত্যু হলে মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৭৫৬ সালে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। ১৭৫৬ সালে জুন মাসে তিনি ইংরেজদের কাসিম বাজার দুর্গ অধিকার করেন। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতায় ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করেন। কলকাতা অধিকার করে সিরাজউদ্দৌলা নিজ মাতামহের নামানুসারে এর নাম রাখেন আলীনগর। ১৭৫৬ সালে অক্টোবরে 'মনিহারী যুদ্ধে' শওকত জংকে পরাজিত ও নিহত করে তিনি পূর্ণিয়া অধিকার করেন। ১৭৫৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ইংরেজদের সাথে 'আলীনগরের সন্ধি' করেন।

অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী : নবাবের কলকাতা অভিযান প্রাক্কালে হলওয়েলসহ কতিপয় ইংরেজ কর্মচারী ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দী হয়েছিলেন। তার মধ্যে ঐতিহাসিক হলওয়েলের বর্ণনা মতে জানা যায় যে, নবাব ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীকে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখেন। জুন মাসে প্রচণ্ড গরমে ক্ষুদ্র পরিসরে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত এই কাহিনী 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। অন্ধকূপ কাহিনীর পশ্চাতে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পলাশীর যুদ্ধ : ২৩ জুন, ১৭৫৭ পলাশীর প্রান্তরে নবাবের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। মীরমদন, মোহনলাল প্রমুখ দেশপ্রেমিক সৈনিকগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করলেও নবাবের সেনাপতি মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খান, উমিচাঁদ এদের ন্যায় দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে নবাব পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। ২ জুলাই ১৭৫৭ মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে সিরাজউদ্দৌলা তাঁর এক সময়ের আশ্রিত মোহম্মদী বেগের হাতে নিহত হন (মতান্তরে মীর জাফরের পুত্র মীরন)। তিনি মাত্র এক বছর আড়াই মাস বাংলার নবাব ছিলেন। তিনি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

- সিরাজউদ্দৌলা, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন- ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল (২৩ বছর বয়সে)।
- আলীবর্দী খানের কনিষ্ঠ কন্যা ও সিরাজউদ্দৌলার মাতার নাম- আমিনা বেগম।
- সিরাউদ্দৌলার পিতার নাম- জয়েনউদ্দিন আহমদ খান।
- সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র করেন- ঘসেটি বেগম।
- পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন- রবার্ট ক্লাইভ।
- পলাশীর যুদ্ধের নবাব বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন- মীর জাফর।
- পলাশীর যুদ্ধ হয় ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন- সিরাজউদ্দৌলা।
- পলাশীর প্রান্তর অবস্থিত- ভাগীরথী নদীর তীরে।
- অন্ধকূপ হত্যা নামক কাল্পনিক কাহিনীর রচয়িতা- হলওয়েল।
- সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি ছিলেন- মীর জাফর।

মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ

মীর কাসিম ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। মীর কাসিম ছিলেন মীর জাফরের জামাতা। তিনি ১৭৬০ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মীর কাসিম ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। তাই প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত করার জন্য বিচক্ষণ নবাব সর্বাগ্রে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহায়তা পাওয়া সত্ত্বেও মীর কাসিম 'বক্সারের যুদ্ধে' ১৭৬৪ সালে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। মীর কাসিমের সাথে যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজরা অনেক সুবিধার বিনিময়ে মীরজাফরকে দ্বিতীয়বারের মত বাংলার সিংহাসনে বসান।

বক্সারের যুদ্ধ

প্রতিপক্ষ	ইংরেজ বাহিনী	বাংলা, অযোধ্যা ও দিল্লির সম্রাটের মিত্রবাহিনী
সময়কাল	১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ	
স্থান	বক্সারের প্রান্তর	
ফলাফল	মীর কাসিমের নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনী ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পলাশীর যুদ্ধান্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশে ইংরেজদের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে মিত্র শক্তির পরাজয়ের ফলে উপমহাদেশের সার্বভৌম শক্তি পদানত হয়।	

সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭-১৭৩৯)

- সম্রাট ফররুখশিয়ার বাংলার সুবেদার নিয়োগ করেন সুজাউদ্দিন খানকে।
- সুজাউদ্দিন খান স্বাধীন নবাবের মর্যাদা নিয়ে সিংহাসনে বসেন ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে।
- নবাব সুজাউদ্দিন ছিলেন মুর্শিদকুলী খান এর জামাতা।

সরফরাজ খান

- সরফরাজ খানের উপাধি- 'আলাউদ্দিন হায়দার জঙ্গ'।
- নাজিম আলীবর্দী খান বাংলার মসনদ দখল করেন-সরফরাজ খানকে পরাজিত ও নিহত করে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোন মোঘল সুবাদার বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন?
ক) ইসলাম খান খ) শায়েস্তা খান
গ) মুর্শিদকুলী খান ঘ) আলীবর্দী খান

২. বাংলার নবাবী শাসন কোন সুবাদারের সময় থেকে শুরু হয়?
ক) ইসলাম খাঁন খ) মুর্শিদকুলী খান
গ) শায়েস্তা খাঁন ঘ) আলীবর্দী খাঁন

৩. নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পিতার নাম কি?
ক) জয়েন উদ্দিন খ) আলিবর্দী খাঁন
গ) শওকত জং ঘ) হায়দার আলী

৪. 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী কার তৈরী?
ক) হলওয়েল খ) মীর জাফর
গ) ক্লাইভ ঘ) কর্নওয়ালিস

৫. কত সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন?
ক) ১৭৫৬ খ) ১৮৫৬
গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৮৫৭

৬. কোনটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে?
ক) পলাশীর যুদ্ধ খ) পানিপথের যুদ্ধ
গ) বক্সারের যুদ্ধ ঘ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

৭. পলাশীর যুদ্ধ হয় কত সালে?
ক) ১৭৭০ সালে খ) ১৭৫৭ সালে
গ) ১৮৮৭ সালে ঘ) ১৮৮০ সালে

৮. পলাশীর যুদ্ধের তারিখ কত ছিল–
ক) জানু. ২৩, ১৭৫৭ খ) ফেব্রু. ২৩, ১৮৫৭
গ) জুন. ২৩, ১৭৫৭ ঘ) মে ১৪, ১৭৫৭

৯. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
ক) ১৬৬০ খ) ১৭০৭
গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৭৬৪

উত্তরমালা

০১. গ	০২. খ	০৩. ক	০৪. ক	০৫. ক
০৬. ক	০৭. খ	০৮. গ	০৯. ঘ	

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন

পর্তুগিজ নাবিক বার্থোলোমিউ দিয়াজ ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্বদিকে আগমনের জলপথ আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র ধরে ইউরোপ হতে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয় ১৪৯৮ সালে। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।

পর্তুগীজদের আগমন

পর্তুগালের লোকদের পর্তুগিজ বলে। উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে পর্তুগিজরাই ১৫১৪ সালে উড়িষ্যার অন্তর্গত পিপিলি নামক স্থানে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। ভারতে পর্তুগিজ উপনিবেশগুলোর প্রথম গভর্নর ছিলেন আলবুকার্ক। তিনি কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গটি ভারতে প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ। বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল পর্তুগিজরা ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে। পর্তুগিজগণ বাংলাদেশে ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হয় 'হার্মাদ'।

ওলন্দাজদের আগমন

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলে। তারা এই অঞ্চলে 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। প্রথমে পর্তুগিজ এবং পরে ইংরেজগণ ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তারা এদেশ থেকে চলে যায় এবং ইন্দোনেশিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে।

ডেনিশদের আগমন

ডেনমার্কের লোকদের বলা হয় ডেনিশ বা দিনেমার। তারা এদেশে বাণিজ্য করার জন্য 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। কিন্তু তারা বাণিজ্যে তেমন সুবিধা করতে পারেনি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার

ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লীর সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়। ক্যাপ্টেন হকিন্স ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে সম্রাট জাহাঙ্গীর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। ঐ সালেই অর্থাৎ, ১৬০৮ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশের প্রথম কুঠির স্থাপন করে সুরাটে। সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩৩ সালে বাংলার হরিহরপুরে প্রথম বাণিজ্য কুঠির নির্মাণ করেন। দীর্ঘকাল পরে ১৬৫১ সালে হুগলী শহরে তারা দ্বিতীয় কুঠি নির্মাণ করেন। এভাবে কোম্পানি তাদের বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারণ করতে থাকে। যেসব স্থানে নতুন কুঠির স্থাপন করা হয়, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে কাসিম বাজার (১৬৫৮ সালে), পাটনা (১৬৫৮ সালে), ঢাকা (১৬৬৮ সালে)।

১৬৮০ সাল নাগাদ কোম্পানির বাণিজ্য দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক সুতানটি নামক গ্রামে তাঁর দফতর স্থাপন করে ভবিষ্যৎ কলকাতা নগরী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। ১৬৯৮ সালে কোম্পানি কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদার সনদ লাভ করে। ১৬৯৮ সালেই কলকাতাই ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা উইলিয়ামের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ মিলিত হয়। মুঘল সরকার তখন বুঝতে পারেননি যে, এই জমিদারি ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে একদিন সারা দেশই কোম্পানির রাজত্বে পরিণত হবে।

কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্রাট ফররুখশিয়ারের নিকট থেকে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ফরমান লাভ (১৭১৭ সাল)। কোম্পানি সম্রাট ফররুখশিয়ারের নিকট থেকে সুযোগ-সুবিধার ফরমান লাভ করলেও মুর্শিদকুলী খান সেই ফরমান কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর পরবর্তী সুবেদার সুজাউদ্দিন খান ১৭২৭-১৭৩৯ সালে ও আলীবর্দী খানের ১৭৪০-১৭৫৬ সাল পর্যন্তও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হয়। সেজন্য মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে প্রত্যেক সুবেদারের বিরুদ্ধে কোম্পানির অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁরা ফরমান মোতাবেক কাজ না করে কোম্পানির প্রতি ইচ্ছাকৃত বৈরীভাব পোষণ করছেন। কিন্তু আলীবর্দী খানের মৃত্যুর (১৭৫৬ সাল) পর সেই কৌশলের রাজনীতির অবসান ঘটে এবং সঙ্গে শুরু হয় এই দেশে কোম্পানির আধিপত্য স্থাপনের তৃতীয় পর্যায়।

ফরাসিদের আগমন

ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে উপমহাদেশে সবার শেষে ব্যবসা করার জন্য আসে ফরাসিগণ। তারা প্রায় ১০০ বছর এদেশে বাণিজ্য করে। তারা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে কিন্তু ১৭৬০ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হলে তারা ভারত থেকে সরে পড়ে।

- ভাস্কো-দা-গামার আগে ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে জলপথে পূর্ব দিকে আগমনের পথ আবিষ্কার করেন- বার্থোলোমিউ দিয়াজ।
- ভাস্কো-দা-গামা সর্বপ্রথম ভারতের যে বন্দরে আসেন- কালিকট বন্দরে।
- ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে পৌছেন- ১৪৯৮ সালের ২৭ মে।
- ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম বাংলায় আসে- পর্তুগিজ বণিকরা, ১৫১৪/ ১৫১৬ সালে কুঠি নির্মাণ করেন।
- ভারতে পর্তুগিজ তথা ইউরোপীয়দের প্রথম দুর্গ ছিল- কোচিন।
- ভারতবর্ষে পর্তুগিজদের প্রথম গভর্নর ছিলেন- আলবুকার্ক।
- পর্তুগিজরা বাংলাদেশে পরিচিত ছিল- ফিরিঙ্গি নামে।
- বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- কাসিম খান জুয়িনী।
- চট্টগ্রাম দখল করে সেখান থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন- শায়েস্তা খান।
- হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীরা পরিচিত ডাচ বা ওলন্দাজ নামে।
- যে দেশের অধিবাসীদের বলা হয় ডেনিশ- ডেনমার্ক।
- ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করেন- অর্থসচিব কোলবার্ট।
- ইংরেজরা বিনা শুল্ক বাণিজ্য করার অধিকার পান- মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
- পর্তুগিজ জলদস্যুদের বলা হত - হার্মাদ।

এক নজরে ইউরোপীয়দের আগমন

ক্রমানুসারে জাতির নাম	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পর্তুগিজ	ভারতের আসার জলপথ আবিষ্কার (১৪৮৭ সালে) ১৪৮৭ সালে- বার্থোলোমিউ দিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছান ভাস্কো দা গামা সেই পথ দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন- ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা কালিকট বন্দরে আসেন ভারতে আসতে ভাস্কো দা গামা আরব নাবিকদের সাহায্য নেন। তারা ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম ভারতে আসে ও ঘাঁটি স্থাপন করে। ঘাঁটি স্থাপন করে- ১৫১৬ সালে
ওলন্দাজ	ডাচ বা নেদারল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বলা হয়
দিনেমার	ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়
ইংরেজ	ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন- ১৬০০ সালে উদ্দেশ্য ছিল- ব্যবসা করা উপমহাদেশে/বাংলায় ইংরেজদের প্রথম কুঠি- সুরাটে (১৬০৮) কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ স্থাপন- ১৭০০ সালে
ফরাসি	ইউরোপীয়দের মধ্যে সবার শেষে আসে উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য স্থাপন

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন চিত্র

ক্রম	দেশ	জাতি	বাংলায় যে নামে পরিচিত	আগমন সাল
প্রথম	পর্তুগাল	পর্তুগিজ	ফিরিঙ্গি	১৫১৬
দ্বিতীয়	নেদারল্যান্ডস	ডাচ	ওলন্দাজ	১৬০২
তৃতীয়	ইংল্যান্ড	ইংরেজ	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	১৬০৮
চতুর্থ	ডেনমার্ক	ডেনিশ	দিনেমার	১৬১৬
পঞ্চম	ফ্রান্স	ফরাসি	ফরাসি	১৬৬৪

উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন

এলাহাবাদ চুক্তি

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর লর্ড ক্লাইভ ইচ্ছে করলে দিল্লী অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সাথে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে।

দ্বৈত শাসন

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক লর্ড ক্লাইভ। এই শাসন ব্যবস্থায় তিনি নবাবের হাতে নেজামত ক্ষমতা অর্থাৎ বিচার ও শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর রাজস্ব ও দেশরক্ষার দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন। ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং জনগণের দুর্দশা চরমে পৌছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

রবার্ট ক্লাইভের দ্বৈতশাসন নীতি এবং ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের ফলে বাংলার জনসাধারণের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ে। এছাড়া ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে বাংলায় মারাত্মক খাদ্য অভাব দেখা দেয়। সমগ্র দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। এ দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। বাংলা ১১৭৬ সালের (ইংরেজি ১৭৭০ সালে) এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বা 'মহাদুর্ভিক্ষ' নামে পরিচিত। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' এর সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন কার্টিয়ার।

নিয়ামক আইন

দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় ইংরেজ কোম্পানির অবহেলা, নির্যাতন ও নিপীড়নের কাহিনী ব্রিটিশ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে সুদূর ইংল্যান্ডে দ্বৈত শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। এজন্য বিট্রিশ পার্লামেন্টের সুপারিশক্রমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নিয়ামক আইন পাস হয়। এই আইনের ফলে কোম্পানির গভর্নর এর পদ গভর্নর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়।

ভারত শাসন আইন

রেগুলেটিং আইনের দোষ ত্রুটি সংশোধন করে কোম্পানির উপর বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট করার জন্য ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট ভারত শাসনের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত পিটের ভারত শাসন আইন কার্যকর ছিল।

- ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশ্বাসঘাতকতার উপহারস্বরূপ মীরজাফরকে সিংহাসনে বসান লর্ড ক্লাইভ।
- রাজ্যের দেওয়ানি ও শাসনকার্যের ভার যথাক্রমে কোম্পানি ও নবাবের হাতে অর্পিত হওয়া ইতিহাসে দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত।
- লর্ড ক্লাইভ ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন ১৭৫৭-১৭৬০ সাল পর্যন্ত।
- লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয়বারের মত ভারতে আসে ১৭৬৫ সালে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু করেন ১৭৬৫ সালে।
- 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে)
- কোম্পানি যে শর্তে বাংলা দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করেন বাংলার নবাবকে বার্ষিক ৫৩ লাখ টাকা ও দিল্লির সম্রাট শাহ আমলকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা কর প্রদানের শর্তে।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনা কর্তৃপক্ষকে বলা হতো বোর্ড অব ডিরেক্টরস।

গভর্নরের শাসন (১৭৭৩-১৮৩৩)

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫)

উপমহাদেশের প্রথম 'রাজস্ব বোর্ড' স্থাপন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। রাজকোষের শূন্যতা পূরণের উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা পাঁচ বছরের জন্য ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। এটি পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত ছিল। তিনি লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করেন।

- বোর্ড অব ডিরেক্টরসের নির্দেশে হেস্টিংস দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন- ১৭৭২ সালে।
- মুর্শিদাবাদ থেকে রাজকোষ ও রাজধানী কলকাতায় প্রথম স্থানান্তর করেন- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ভারত শাসন সংক্রান্ত যে আইন সর্বপ্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাস করা হয়- রেগুলেটিং অ্যাক্ট।
- 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের প্রথম উদ্যোগ নেন- ওয়ারেন হেস্টিংস।

লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩)

লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে বিধান চালু করেন পরবর্তীকালে তা 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' নামে প্রচলিত হয়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলায় দশশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। তিনি ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দশশালা বন্দোবস্তকে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলে ঘোষণা দেন। জমিদারগণ নিয়মিত খাজনা পরিশোধ না করায় কোম্পানি ঘাটতির সম্মুখীন হয়। ফলে 'সূর্যাস্ত আইন' পাস করে নির্দিষ্ট সময়ে বকেয়া খাজনা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা পরিশোধ করতে না পারায় অনেক জমিদার জমিদারি হারায়।

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে কর্নওয়ালিস রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করেন দশশালা বন্দোবস্ত।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিক হয় জমিদারগণ
- যে আইন বলে নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হয়ে বহু পুরাতন জমিদার তাদের জমিদারি হারায় তাকে সূর্যাস্ত আইন বলে।

লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫)

তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ করে তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাটক এবং অযোধ্যার স্বাধীনতা হরণ করেন সে সময় টিপু সুলতান ছিলেন মহীশূরের শাসনকর্তা। তিনি দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রেইথওয়েটকে পরাজিত করে বিপুল সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। লর্ড ওয়েলেসলি টিপু সুলতানকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। টিপু এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে ওয়েলেসলি টিপুর বিরুদ্ধে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। টিপুর বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন লর্ড ওয়েলেসলির ভ্রাতা আর্থার ওয়েলেসলি। টিপু সুলতান বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে নিহত হন।

- সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ওয়েলেসলি কর্তৃক গৃহীত নীতির নাম অধীনতামূলক মিত্রতা।
- ভারতে ওয়েলেসলির রাজত্বকালের সমসাময়িক ইউরোপের প্রচন্ড প্রভাবশালী শাসক নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট।
- টিপু সুলতান ও লর্ড ওয়েলেসলির মধ্যে ১৭৯৯ সালে সংঘটিত যুদ্ধ চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ।
- টিপু সুলতানকে সমাহিত করা হয় মহীশূরের লালবাগে পিতা হায়দার আলীর সমাধির পাশে।

গভর্নর জেনারেলের শাসন (১৮৩৩-১৮৫৮)

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫)

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা সমাজ সংস্কার কাজের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন করে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। এই ব্যাপারে বেন্টিঙ্ক রাজা রামমোহন রায়ের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সর্বপ্রথম আইন প্রণয়ন করেন।

- লর্ড বেন্টিংক ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর আইন করে রহিত করেন- সতীদাহ প্রথা।
- নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে বেন্টিংক যার অধীনে যুদ্ধ করেন- ব্রিটিশ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন।
- এলাহাবাদে রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন- উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।
- বাংলার গভর্নর জেনারেল পদ ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে পরিণত- হয় ১৮৩৩ সালে।

লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬)

উপমহাদেশে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন লর্ড ডালহৌসি। তিনি স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রয়োগ করে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটান। লর্ড ডালহৌসি 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' ব্যাপক প্রয়োগ করলেও তিনি এর উদ্ভাবক ছিলেন না। এই নীতি পূর্বেই প্রণীত হয়েছিল। তিনি এই নীতি প্রয়োগ করে সাঁতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলো বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৮৫০ সালে তিনি কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন। তিনি ডাকটিকিটের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস করে হিন্দু বিধবাদের পুন:বিবাহ প্রথা চালু করেন। বিধবাদের পুন:বিবাহ প্রথা চালু করেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে যথেষ্ট সাহায্যে করেন।

- বিখ্যাত গঙ্গা ক্যানাল খনন করা হয়- ডালহৌসির সময়ে।
- বাংলায় সর্বপ্রথম রেলপথ তৈরি হয়- রানীগঞ্জ, কলকাতা।
- স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন- লর্ড ডালহৌসি ।
- ডাকটিকিটের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন- লর্ড ডালহৌসি।

সরাসরি ব্রিটিশ শাসন (১৮৫৮-১৯৪৭)

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২)

সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে অর্পণ করেন। ইংল্যান্ডের মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় (Viceroy) বা বড়লাট উপাধি দেওয়া হয়। ভারত শাসনের জন্য মহারানীর পক্ষ থেকে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এর ফলে ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল) এর অবসান ঘটে। ১৮৬১ সালে উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন লর্ড ক্যানিং। ঐ একই বছর তিনি উপমহাদেশে প্রথম পুলিশ সার্ভিস চালু করেন। এছাড়া উপমহাদেশে তিনিই প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন।

- সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পণ করে- ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট।
- ইংল্যান্ডের মহারানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয় বা বড়লাট উপাধি দেওয়া হয়- গভর্নর জেনারেলকে।

- জমিদারদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষার্থে ক্যানিং যে আইন চালু করেন- টেন্যান্সি অ্যাক্ট বা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন।
- ইন্ডিয়ান সিভিল আইন পাস করেন- লর্ড ক্যানিং।
- ইন্ডিয়ান হাউজ হলো- ভারত সচিবের সদর দপ্তর।

লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২)

ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৮৭২ সালে লর্ড মেয়োর শাসনামলে।

লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০)

তিনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ১৮৭৮ সালে অস্ত্র আইন পাস করে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করেন। তিনি ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন পাস করে দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন।

- লর্ড লিটন ভিক্টোরিয়াকে 'কাইসার-ই-হিন্দ' (Kaiser-i Hind) ঘোষণা করে- ১ জানুয়ারি ১৮৭৭।
- যে পত্রিকা লর্ড লিটন তথা ব্রিটিশ শাসনের কঠোর সমালোচনা করে- অমৃতবাজার।
- ১৮৭৮ সালে সংবাদপত্র আইন পাস করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন- লর্ড লিটন।

লর্ড রিপন (১৮৮০-৮৪)

তিনি সংবাদপত্র আইন রহিত করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি ১৮৮২ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য হান্টার কমিশন গঠন করেন। লর্ড রিপন 'ইলবার্ট বিল' প্রণয়ন করে ভারতীয় বিচারকদের ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক। লর্ড রিপন শ্রমিক কল্যাণের জন্য ১৮৮১ সালের 'ফ্যাক্টরি আইন' পাস করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ আইনের দ্বারা শিল্প শ্রমিকদের দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করার নিয়ম চালু করা হয়। ১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারকে চেয়ারম্যান করে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন যা হান্টার কমিশন নামে পরিচিত।

- কলকারখানাতে শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করেন- লর্ড রিপন।
- সংবাদপত্র আইন রহিত করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন- লর্ড রিপন।
- ইলবার্ট বিল পাস করেন- লর্ড রিপন
- ভারতে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তক- লর্ড রিপন।

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত ছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন। এক ঘোষণায় তিনি বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে ভাগ করেন। এ ঘটনা বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গবিভাগ নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী বাংলাদেশের ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ। এ নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী ছিল কলকাতা। পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। লর্ড কার্জন কলকাতায় ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন।

- ১৯০৫ সালের ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় ছিলেন- লর্ড কার্জন।
- ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরের ঘোষণায় বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে ভাগ তথা বঙ্গভঙ্গ করেন- লর্ড কার্জন।
- কলকাতায় ভারতের বৃহত্তম গ্রন্থাগার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন- লর্ড কার্জন।

লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১০)

তিনি ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন প্রনয়ণ করেন। এই আইনে মুসলমানদের প্রথম নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৬)

'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাভোগী হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে 'রাখিবন্ধন' অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বাঙালির ঐক্যের আহবান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার জল' গানটি রচনা করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করে কলকাতাকে রাজধানী করে 'বেঙ্গল প্রদেশ' সৃষ্টি করা হয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলমানদের খুশি করার জন্য ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। তিনি ১৯১৫ সালে পাবনার পাকশিতে বৃহত্তম রেলসেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণ করেন।

- হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের মুখে ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করেন- রাজা পঞ্চম জর্জ।
- বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন- ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ।
- ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একত্রিত করে কলকাতাকে রাজধানী করে সৃষ্টি করা হয়- বেঙ্গল প্রদেশ।

লর্ড চেমসফোর্ড (১৯১৬-২১)

লর্ড চেমসফোর্ড ১৯১৯ সালে 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন' নামে একটি সংস্কার আইন প্রণয়ন করেন। এটি ভারত শাসন আইন (১৯১৯) নামেও পরিচিত। এই আইন অনুযায়ী, কেন্দ্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ছিল কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বড়লাটের হাতে। প্রাদেশিক দ্বৈতশাসন নীতি কার্যকর ছিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল গভর্নরের হাতে। ফলে জনগণের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অপূর্ণই থেকে যায়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯৪৭)

ব্রিটিশ–ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এটলি। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। জন্ম নেয় ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র। স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করেন। এই কমিশন র‍্যাডক্লিফ কমিশন নামে পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বাংলার শেষ গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রেডরিক জন বারোজ।

- ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট ছিলেন- লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- ভারত বিভাগের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- এটলি।
- ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে- 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস হয়।
- আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ আগষ্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন- লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করে স্যার সাইরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে গঠিত- র‍্যাডক্লিফ কমিশন।

এক নজরে বৃটিশ শাসন

নাম	কাজ/অবদান/ঘটনা	সাল
লর্ড ক্লাইভ	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন (মোঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে চুক্তি করেন)	১৭৬৫
লর্ড কার্টিয়ার	'৭৬-র মন্বন্তর	১৭৭০ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ)
লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস (১ম গভর্নর জেনারেল)	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত	১৭৭২
	পাঁচশালা বন্দোবস্ত	
	একশালা বন্দোবস্ত	
	রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় স্থানান্তর	
	রাজস্ব বোর্ড গঠন	
লর্ড কর্নওয়ালিস	দশশালা বন্দোবস্ত	১৭৯০
	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত + সূর্যাস্ত আইন	১৭৯৩
	সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা	
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	সতীদাহ প্রথা বিলোপ (রাজা রামমোহন রায়)	১৮২৯
	আদালতে আরবির বদলে ফার্সি ভাষা প্রচলন	১৮৩৫
লর্ড ডালহৌসি	রেল যোগাযোগ	১৮৫৩
	বিধবা বিবাহ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)	১৮৫৬
	স্বত্ববিলোপ নীতি	
লর্ড ক্যানিং	কাগজের মুদ্রা প্রচলন	১৮৫৭
	সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭
	ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে	১৮৫৮
	পুলিশ সার্ভিস	১৮৬১
	১ম বাজেট	১৮৬১
লর্ড রিপন 'ভারতের বন্ধু' খ্যাত	হান্টার কমিশন ইলবার্ট বিল ফ্যাক্টরি আইন- ১৮৮১	১৮৮২
লর্ড কার্জন	বঙ্গভঙ্গ নতুন বাংলা প্রদেশের রাজধানী- ঢাকা	১৯০৫
	বাংলা প্রদেশের ১ম লেফটেন্যান্ট গভর্নর - ব্যামফিল্ড ফুলার	১৯০৫
লর্ড হার্ডিঞ্জ (২য়)	বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১
	রাজধানী কোলকাতা হতে দিল্লীতে স্থানান্তর	১৯১১
	হার্ডিঞ্জ ব্রিজ (পদ্মা)	১৯১৫
লর্ড লিনলিথগো	ভারত ছাড় আন্দোলন	১৯৪২
লর্ড মাউন্টব্যাটেন সর্বশেষ বৃটিশ গভর্নর	পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৯৪৩ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ)

বাংলায় ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম**

শাসক	পদক্ষেপ	সাল
লর্ড ক্লাইভ	দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা	১৭৬৫
লর্ড কর্ণওয়ালিস	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	১৭৯৩
উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ	১৮২৯
লর্ড কার্জন	বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫
লর্ড হার্ডিঞ্জ	বঙ্গভঙ্গ রদ	১৯১১
লর্ড মিন্টো	মর্লি-মিন্টোর সংস্কার আইন	১৯০৯
লর্ড চেমসফোর্ড	মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন	১৯১৯
লর্ড উইলিংডন	ভারত শাসন আইন	১৯৩৫
লর্ড লিনলিথগো	ক্রিপস মিশন/ ভারত ছাড় আন্দোলন	১৯৪২
লর্ড ওয়াভেল	ক্যাবিনেট মিশন	১৯৪৬
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	ভারত স্বাধীনতা আইন	১৯৪৭

এক নজরে বৃটিশ শাসন

প্রথম/শেষ	নাম	সময়কাল
প্রথম গভর্নর	লর্ড ক্লাইভ	১৭৫৭-১৭৬০
শেষ গভর্নর	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭২-১৭৭৪
প্রথম গভর্নর জেনারেল	লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭৪-১৭৮৫
শেষ গভর্নর জেনারেল	লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-১৮৫৮
প্রথম ভাইসরয়	লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮-১৮৬২
শেষ ভাইসরয়	লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন	১৯৪৫-১৯৪৭

বাংলার জাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

সিপাহি বিদ্রোহ

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে। বিদ্রোহের মূল সূচনা হয় ২৯ মার্চ, ১৮৫৭ ব্যারাকপুর থেকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদ নীতি; লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতি; মুসলিম ও হিন্দু রাজ্যের বিলোপ; দেশীয় উপাধি লোপ ও বৃত্তিলোপ; ভারতীয়দের উচ্চ রাজপদ থেকে বিতাড়ন; সম্রাট বাহাদুর শাহকে পৈতৃক রাজপ্রাসাদ হতে অপসারণ প্রভৃতি কারণে জনগণের মধ্যে অসন্তোষের তীব্র প্রকাশ ঘটে এবং প্রতিকারের প্রত্যাশায় বিপ্লবের সূচনা ঘটে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত; সূর্যাস্ত আইন; সরকার কর্তৃক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত প্রভৃতি কারণে বহু ভূ-সামন্ত, কৃষক ও বণিক ভূমি হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানির কর্মচারীদের সীমাহীন নির্যাতন ও জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের কারণে মানুষ অসন্তুষ্ট হয়। ফলে সর্বত্র মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধে এবং এর বহি:প্রকাশ ঘটে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

মুঘল সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে ১৮৫৮ সালে। [কোম্পানির শাসনামল ১৭৫৭-১৮৫৮ সাল]

১৮৫৮ সালে ভারতের ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে নেয়ার ঘোষণাপত্র ঢাকার 'আন্টাঘর ময়দানে' দাঁড়িয়ে পাঠ করা হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতেশ্বরী ঘোষণা করা হয়। আন্টাঘর ময়দানের নামকরণ করা হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। ১৯৫৭ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'বাহাদুর শাহ পার্ক' করা হয়।

১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ও পার্লামেন্টের উপর অর্পিত হয় এবং গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি উপাধি দেয়া হয়।

- পাক ভারত উপমহাদেশে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয়- ১৮৫৭ সালে।
- কোম্পানির শাসনের অবসান হয়- ১৮৫৮ সালে।
- ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যাস্ত হয়- ১৮৫৮ সালে।
- ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম 'বাহাদুর শাহ পার্ক করা হয় ১৯৫৭ সালে।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ:

- বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ- এনফিল্ড রাইফেল গুলি ব্যবহার

অন্যান্য কারণ:

- স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রবর্তন
- ১৮৪৫ সালে কর্ণাটকের নবাবের পদ বিলোপ
- ১৮৫৬ সালে- অযোদ্ধা বৃটিশ শাসনের অধীনে নিয়ে আসা
- পেশোয়ার ২য় বাজীরাও- এর দত্তকপুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করা
- ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে ১ম বিদ্রোহ শুরু হয়

বিদ্রোহের ফলাফল:

- উপমহাদেশে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে- ১৮৫৮ সালে
- প্রথম হিন্দু-মুসলিম এক হয়-সিপাহি বিদ্রোহে
- বিদ্রোহের নেতা ছিলেন- মঙ্গলপান্ডে
- বিদ্রোহের প্রথম শহীদ- মঙ্গলপান্ডে
- ঢাকায় সিপাহি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন- সিপাহি রজব আলী
- সিপাহি বিদ্রোহ সমর্থন করায় ক্ষমতাচ্যুত হন- ২য় বাহাদুর শাহ
- ২য় বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেয়া হয়- রেঙ্গুনে
- ২য় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেন- ব্রিটিশ সেনা নায়ক মেজর হাডসন
- অভিযুক্ত সিপাহিদের মধ্যে ফাঁসি হয়- ১১ জনের।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় রেনেসাঁর অগ্রদূত। ১৮১৭ সালে ডেভিড হেয়ারের সহায়তায় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত করেন 'হিন্দু কলেজ' যা পরবর্তীতে 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮২৮ সালে তিনি কল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসেবে ব্রাহ্ম ধর্ম, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রাহ্মণদের বিরোধিতার জবাবে তিনি বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশ করেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক 'সতীদাহ প্রথা' রহিত করেন। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের সংবাদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পৌছানোর জন্য একজন দূত প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলে দূত হিসেবে রামমোহন রায় মনোনীত হন সম্রাট দ্বিতীয় আকবর ১৮৩০ সালে তাকে রাজা উপাধি প্রদান করে ইংল্যান্ডে পাঠান। সম্ভবত তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সমুদ্রপথে বিলেত গিয়েছেন। ১৮৩৩ সালে তিনি ব্রিস্টল শহরের মারা যান।

মাস্টার দা সূর্যসেন

- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন- ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল
- 'মৃত্যুর কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়- ১৯২৯ সালে
- 'মৃত্যুর কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়- ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য।
- তাঁর ফাঁসি হয়- ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি
- বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথম শহীদ হন- ক্ষুদিরাম
- স্যার ব্যামফিল্ডকে হত্যার চেষ্টা করেন তিনি

তিতুমীরের আন্দোলন (১৭৮২-১৮৩১)

তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী। তিনি বাঁশের কেল্লা খ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাতের চাঁদপুর গ্রামে ১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২২ সালে মক্কায় হজ্ব করতে গেলে সেখানে মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তার শিষ্য হন। দেশে ফিরে এসে তিনি ওয়াহাবি আন্দোলন (ধর্ম ও সমাজ সংস্কার) শুরু করেন। ওয়াহাবী শব্দের অর্থ নবজাগরণ। তার আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলা।

- যে বাঙালি প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে শহীদ হয়েছিলেন- শহীদ তিতুমীর।
- তিতুমীরের প্রকৃত নাম- সৈয়দ মীর নিসার আলী।
- তিতুমীরের জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার- চাঁদপুর গ্রামে (মতান্তরে হায়াদারপুর)।
- যার নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়- লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট।
- ইংরেজ সৈন্যরা নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন- ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর।
- তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন- ইতিহাসে তা বারাসাতের বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)

বৃহত্তর ফরিদপুরের (বর্তমান মাদারীপুর) অধিবাসী শরীয়তুল্লাহ বাল্যকাল থেকে ছিলেন ধর্মভীরু। পবিত্র হজ্ব পালনের পর দেশে এসে তিনি জনগণকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। তার পরিচালিত আন্দোলনই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত এবং তিনি ছিলেন এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তিনি মুসলমানদের 'ফরজ' বা অবশ্যই পালনীয় কর্মের উপর জোর দেন। এ থেকেই 'ফরায়েজি' শব্দের উৎপত্তি। ফরায়েজ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর। ১৮১৮ সালে এ আন্দোলন শুরু হয়।

- ফরায়েজী শব্দের উৎপত্তি- ফরজ শব্দ থেকে
- ইসলামের ফরজ পালনকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তাই ফরায়েজী আন্দোলন
- ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র- ফরিদপুর।
- ফরায়েজী আন্দোলনকে খারিজী বলেন- মওলানা কেরামত আলী
- বাংলাকে দার- উল-হরব বলে আখ্যায়িত করেন- হাজী শরীয়তউল্লাহ
- দার-উর-হরব-অর্থ- বিধর্মীদের দেশ
- ব্রিটিশ আমলে যে সকল আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান- ফরায়েজী আন্দোলন

দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২)

হাজী শরীয়তুল্লাহর একমাত্র ছেলে দুদু মিয়া পিতার মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পিতার মত শান্ত, ধীরস্থির প্রকৃতির লোক তিনি ছিলেন না। অত্যন্ত সাহসী দুদু মিয়া মুসলমানদের উপর জরিমানা ও ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতেন। তেজস্বী ও অসাধারণ কর্মী দুদু মিয়া দৃঢ় হস্তে জমিদারদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে থাকলে জমিদারা শঙ্কিত হন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিপ্লবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করায় তিনি গ্রেফতার হন এবং ১৮৬০ সালে মুক্তি পান। 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী' এটি তার বিখ্যাত উক্তি। ফরায়েজীগণ পূর্ববঙ্গে তাদের আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৮৬২ সালে তিনি মারা যান। এর মধ্য দিয়ে ফরায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

- হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন- দুদু মিয়া।
- দুদু মিয়ার আসল নাম- পীর মুহসীন উদ্দীন আহমদ।
- দুদু মিয়ার নেতৃত্ব ফরায়েজি আন্দোলন রূপ নেয় সশস্ত্র সংগ্রামে।
- মক্কা যাওয়ার পথে দুদু মিয়া সাক্ষাৎ করেছিলেন- বাংলার সংগ্রামী নেতা তিতুমীর এর সাথে।
- দুদু মিয়াকে সমাহিত করা হয়- ঢাকার বংশালে।

নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)

নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তার প্রচেষ্টায় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'-এ রূপান্তরিত হয় ১৮৫৪ সলে। তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশীপ লাভ করেন। একই বছরে তিনি কলকাতা মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। এটি ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম সমিতি। মুসলমানদের মধ্যে তিনি প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদ সদস্য মনোনীত হন। সিপাহি বিদ্রোহে তিনি ব্রিটিশদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেন। ঢাকার সিপাহি বিদ্রোহ দমনে তিনি ব্যাপক ভুমিকা রাখেন। এর পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশরা তাকে প্রথম নবাব এবং পরে 'নবাব বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।

- ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন যে কলেজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে- হিন্দু কলেজ।
- ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা- হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডি-রোজিও।
- ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিল- পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য।

নবাব আব্দুল লতিফ

- নবাব উপাধি প্রদান করেন- ব্রিটিশরা
- বাংলায় মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করেন-
- হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়- ১৮৫৪ সালে
- ১৮৬০ সালে নীল কমিশন গঠনে ভূমিকা রাখেন- নবাব আব্দুল লতিফ
- কলকাতা মুসলিম সাহিত্য পরিষদ গঠন- ১৮৩৬ সালে
- কলকাতায় মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন- ১৮৬৩ সালে
- মুসলমানদের মধ্যে প্রথম বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন- নবাব আব্দুল লতিফ
- লন্ডনের সেঞ্চুরি পত্রিকায় সর্বপ্রথম হিন্দু মুসলিম আলাদা জাতি বলে উল্লেখ করেন- নবাব আব্দুল লতিফ

হাজী মুহম্মদ মুহসীন (১৭৩২-১৮১২)

১৭৩২ সালে হুগলী জেলায় হাজী মুহম্মদ মুহসীন জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তিনি মানব কল্যাণে দান করেছেন। এজন্য তিনি 'দানবীর' ও 'বাংলার হাতেম তাই' নামে সুপরিচিত। ১৮০৬ সালে তিনি ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা সম্পত্তি দিয়ে 'মুহসীন ট্রাস্ট' গঠন করলে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্ররা শিক্ষার জন্য এই অর্থ লাভ করত। পরবর্তীতে 'মুহসীন ট্রাস্টের' অর্থ কেবল গরীব ও মেধাবী মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি হুগলী কলেজ ও হুগলী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১২ সালে তিনি কলকাতায় ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ সালের ৮ এপ্রিল হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ। 'The Spirit of Islam' নামে তিনি একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামক মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ গঠিত হলে ১৯০৮ সালে তার নেতৃত্বে লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা গঠিত হয়। তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

- অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন-
- Central National Mohamedan association গঠন করেন- ১৮৭৭ সালে
- Central National Mohamedan association কার্যকর ছিল- ১৯২৪ সাল পর্যন্ত।
- কোলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি- সৈয়দ আমীর আলী
- অ্যা শর্ট হিস্ট্রি অব সারাসিন্স গ্রন্থ রচনা করেন- ১৮৯৯ সালে
- The Spirit of Islam গ্রন্থ রচনা করেন- সৈয়দ আমীর আলী
- History of the Saracens গ্রন্থ রচনা করেন- সৈয়দ আমীর আলী
- Life and Teaching of the Prophet গ্রন্থ রচনা করেন- সৈয়দ আমীর আলী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা আইন পাস হয় বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। এ আইন প্রবর্তনের ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে বাংলার প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৮৭০ সালে তার পুত্র নারায়ণচন্দ্র এক বিধবাকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের ফলে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

- বিদ্যাসাগরের পারিবারিক উপাধি- বন্দ্যোপাধ্যায়
- ঈশ্বরচন্দ্র স্বাক্ষর করতেন- ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেড পণ্ডিত হন- ১৮৪৯ সালে
- সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন- ১৮৫১ সালে
- বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন- ১৮৫৬ সালে
- বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়- ১৮৫৬ সালে
- বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন- লর্ড ডালহৌসী
- বিধবা বিবাহ আইন অনুসারে প্রথম বিবাহ করেন- অধ্যাপক মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- বাংলা গদ্যের জনক- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- যে ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন- ব্যাকরণ কৌমুদি
- পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিধবার সাথে বিয়ে দেন- ১৮৭০ সালে
- বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন- ১৯ বছর বয়সে
- বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করে- সংস্কৃত কলেজ

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে বিদ্রোহ করেন ফকির সন্ন্যাসীরা। তারা ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিলেন। ফকির আন্দোলনের নেতা ছিলেন মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিরগণ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্রোহী কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন। মজনু শাহের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতার অভাবে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

- ফকিররা বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিল- ১৭৫৭ থেকে ১৮০০ পর্যন্ত।
- ফকিরগণ ইংরেজদের ওপর হামলা করে- ১৭৬৩ সালে।
- ১৭৬৪ সালের সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসিম সাহায্য কামনা করেন- ফকির সন্ন্যাসীদের।
- যার মৃত্যুর পর নেতৃত্বের অভাবে ফকির আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে- মজনু শাহের।
- ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য ফকির মজনু শাহ যে জমিদারকে পত্র দেন- নাটোরের রাণী ভবানীর কাছে।
- সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেন- উইলিয়াম হান্টার।
- বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ও নায়িকা নামে পরিচিত- ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী।
- যে অত্যাচারী জমিদার রংপুরে কৃষক বিদ্রোহের জন্য দায়ী- দেবী সিংহ।
- পাগলপন্থী বিদ্রোহের নেতৃত্বে দেন- করিম শাহ ও পরবর্তীতে টিপু শাহ।

তেভাগা আন্দোলন

তেভাগা আন্দোলন হল কৃষক আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয়। এ আন্দোলনের প্রধান দুটি দাবী হল-জমিতে চাষীর অধিকার এবং বর্গাচাষীর ফসলের দুই তৃতীয়াংশ প্রদান।

- তেভাগা আন্দোলনের সময়কাল- ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত।
- তেভাগা আন্দোলনের দাবি ছিল- উৎপন্ন ফসলের ৩ ভাগের ২ ভাগ পাবে চাষী এবং ১ ভাগ পাবে মালিক।
- তেভাগা আন্দোলনের তীব্র আকার ধারণ করে- দিনাজপুর ও রংপুর জেলায়।
- তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন- ইলা মিত্র।

চাকমা বিদ্রোহ

চাকমাগণ মুঘল আমলে খুব অল্প পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করত, যা দ্রব্যের মাধ্যমে পরিশোধ করা হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার লাভ করে ১৭৬০ সালে। ১৭৭২-৭৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চাকমা রাজা জোয়ান বক্সকে নতুন আইনে বর্ধিত হারে মুদ্রায় রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করে। পার্বত্য অঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতি প্রবর্তন করায় পাহাড়ে ব্যাপক জন অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৭৭৭ সালে রাজস্ব আরো বৃদ্ধি করা হলে জোয়ান বক্স কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দশ বছর ধরে চলা এ যুদ্ধ অবশেষে চাকমা রাজার সাথে ইংরেজদের সন্ধির মাধ্যমে শেষ হয়।

- চাকমা বিদ্রোহের সময় তাদের রাজা ছিলেন- জোয়ান বক্স খান।
- চাকমা বিদ্রোহের প্রধান কারণ- চাকমা রাজা জোয়ান বক্সকে মুদ্রায় রাজস্ব দিতে বাধ্য করা, মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন ইত্যাদি।
- চাকমা বিদ্রোহ চলে- প্রায় ১০ বছর।

উপমহাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

১৮৮৫ সালে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে (বর্তমান মুম্বাই) ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা- অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।
- কংগ্রেস যে নীতিতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে থাকে- অখণ্ড ভারত' নীতিতে।
- ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়- ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে।

আলীগড় আন্দোলন

স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন আলীগড় আন্দোলনের উদ্যোক্তা। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য এ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় এবং মুসলমানগণ ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় আগ্রহী হয়। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব হিসেবে পরবর্তীতে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

বঙ্গবিভাগ

প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকেই ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব মানতে চাইতো না এবং সুযোগ পেলেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতো। এ কারণে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নৈতিক শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ বাংলা প্রদেশ একজন গভর্নরের অধীনে সুশাসন পরিচালনা দুরুহ-এ যুক্তিতে ব্রিটিশগণ বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা করে। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগের ঘোষণা দেন।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে স্বদেশী আন্দোলন বলে।

ক) প্রথম পর্যায়: সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দান এবং প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়: আত্মশক্তি গঠন ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।

গ) তৃতীয় পর্যায়: বয়কট বা বিলেতি পণ্য বর্জন এবং স্বদেশী পণ্যের উপাদান ও ব্যবহার। বয়কট নীতি সফল করতে কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ এবং মতিলাল ঘোষ তাদের লেখনী দ্বারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ঘ) চতুর্থ পর্যায়: বৈপ্লবিক বা সশস্ত্র আন্দোলন।

বঙ্গভঙ্গ

- বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা করা হয়– ১৯০৩ সালে।
- বঙ্গভঙ্গের দাবি ব্রিটিশদের কাছে পেশ করেন- সলিমুল্লাহ
- সরকারীভাবে ঘোষণা দেয়া হয়- ১৬ অক্টোবর ১৯০৫
- কার্যকর হয়- ১৬ অক্টোবর ১৯০৫
- বঙ্গভঙ্গ করেন- লর্ড কার্জন
- পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানী- ঢাকা (বাংলাদেশ, আসাম, পার্বত্য ত্রিপুরা, দার্জিলিং)
- লে. গর্ভনর ছিলেন- স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার
- রাখী বন্ধন ব্যবস্থা চালু করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠকুর (১৯০৫ সালে)
- জাতীয় সংগীত রচনা করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠকুর (১৯০৫ সালে)
- বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়- বাংলা ১৩১২ সাল
- প্রথম মুদ্রিত হয়- সঞ্জীবনী পত্রিকায়
- স্বরবিতান কাব্য এবং গীতবিতান কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত
- জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়- ৩ মার্চ ১৯৭১ সাল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে
- আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সংগীত হিসাবে গাওয়া হয়- ৭ মার্চ ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে
- সংবিধানের ৪ এর ১ উপ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
- জাতীয় সংগীতে ফুটে উঠেছে- বাংলার প্রকৃতির কথা

মুসলিম লীগ

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে মুসলিম নেতাদের এক অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নবাব ভিকার-উল মূলক। সভায় ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ মুসলমানদের জন্য প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠনের প্রস্তাব দিলে উপস্থিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ এটি সমর্থন করেন। এভাবে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯০৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর করাচীতে মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ

- বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়– ১৯১১ সালে।
- ঘোষণা করা হয়- ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে
- কার্যকর করা হয়- ২০ জানুয়ারি ১৯১২
- ঘোষণা দেন- রাজা ৫ম জর্জ
- বঙ্গভঙ্গ রদের সুপারিশ করেন- লর্ড হার্ডিঞ্জ
- তখন লে. গর্ভনর ছিলেন- লর্ড কারমাইকেল
- ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়- ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর।

- মুসলিম লীগের প্রকৃত নাম ছিল- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে।
- দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা- মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।
- জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের ঘোষণা করেন- ১৯৩৯ সালে।
- বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- এ কে ফজলুল হক।
- বাংলার গভর্নরের সাথে বিরোধের ফলে এ কে ফজলুল হক পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভা গঠন করেন- মুসলিম লীগের খাজা নাজিমউদ্দীন।
- বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী- সোহরাওয়ার্দী

প্রাদেশিক নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ১৯৩৭ সালে কার্যকর হয়। অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৪০টি আসনে, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি আসনে এবং স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১ টি আসনে এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১৪টি আসনে বিজয়ী হয়।

১৯৩৫ সাল

- ভারত শাসন আইন প্রবর্তন
- সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে করা হয়
- সর্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন পরিকল্পনা করা হয়
- প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা করা হয়
- দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পরিকল্পনা করা হয়
- দ্বৈতশাসন থাকবে বলে পরিকল্পনা করা হয়

১৯৩৭ সাল

- প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩৭ সালে
- ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৩৭ সালে
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ১৯৩৭ সালে
- প্রতিদ্বন্দ্বী- কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি
- কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করে- ফজলুল হক
- পূর্ব বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী- ফজলুল হক
- নির্বাচনে ফজলুল হকের প্রতীক ছিল- হুক্কা
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করে- ১৯৩৭ সালে।

এ কে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্যের নাম

নাম	পদ/বিভাগ
এ কে ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	বাণিজ্য ও শ্রম
স্যার খাজা নাজিমউদ্দিন	স্বরাষ্ট্র

হক মন্ত্রীসভার উল্লেখযোগ্য অবদান

বঙ্গীয় মহাজনি আইন (সংশোধন) পাস	১৯৪০
ঋণ সালিসি বোর্ড স্থাপন	১৯৩৮
ফ্লাউড কমিশন গঠন	১৯৩৮
বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন	১৯৩৮
অর্থ ঋণ আইন	১৯৩৮
প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধন)	১৯৩৮
অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ	
ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠা	
বরিশাল চাখার কলেজ প্রতিষ্ঠা	
ঢাকায় কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা	

হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা

এ কে ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে (বাংলাপিডিয়া)। ১৯৪১ সালের হকের প্রথম মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলে এ কে ফজলুল হক হিন্দু মহাসভার সাথে কোয়ালিশনে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামের সহযোগে এ মন্ত্রিসভাকে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রিসভা বলা হতো। ২৮ মার্চ সালে হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়।

১৯৩৮ সাল

- বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন পাশ
- ঋণ সালিসি বোর্ড স্থাপন
- প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধন)
- ফ্লাউড কমিশন গঠন
- অর্থ ঋণ আইন পাশ

- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা হয়- মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা প্রার্টির মধ্যে।
- ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগ আসন পায়- ৪০টি (কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি)।

১৯৪৬ সালের নির্বাচন ও সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আবুল হাসেম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।

লাহোর প্রস্তাব

১৯৩৯ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। তার এ ঘোষণা দ্বি-জাতি তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ঐতিহাসিক "লাহোর প্রস্তাব" উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবের মূলকথা ছিল উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের কোন উল্লেখ ছিলনা। তবুও এ প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব নামেও পরিচিত। পরবর্তীকালে এ প্রস্তাবের সংশোধন করা হয়। একাধিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি মাত্র রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

১৯৪৩ সাল

- পঞ্চাশের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষ হয়
- বাংলা- ১৩৫০ সালে হয়
- ৩৫/৪০ লক্ষ লোক নিহত হয়
- অসাধু ব্যবসায়ীদের খাদ্য গুদামজাতের জন্য দুর্ভিক্ষ হয়
- পঞ্চাশের মন্বন্তর এর প্রেক্ষিতে রচিত নাটক- নেমেসিস
- নেমেসিস নাটক রচনা করেন- নুরুল মোমেন
- পঞ্চাশের মন্বন্তর এর প্রেক্ষিতে রচিত চলচ্চিত্র- অশনি সংকেত
- অশনি সংকেত চলচ্চিত্রের পরিচালক- সত্যজিৎ রায়
- পঞ্চাশের মন্বন্তর এর প্রেক্ষিতে অঙ্কিত চিত্রকর্ম- ম্যাডোনা-৪৩
- ম্যাডোনা-৪৩ চিত্রকর্মটির চিত্রকর- জয়নুল আবেদিন
- পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর চিত্র এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন- জয়নুল আবেদিন।

- লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ
- লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন- শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক।
- লাহোর প্রস্তাবের মূল দাবি- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা।
- বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ঋণ সালিশী বোর্ড প্রভৃতি গঠনের মাধ্যমে বাংলার কৃষকদের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন- এ কে ফজলুল হক।

ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা

১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতার পথ রুদ্ধ হলে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন সর্বশেষ বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগের নীতি ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ হয়। এসময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট এটলী। ১৪ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তানের হাতে এবং ১৫ আগস্ট দিল্লীতে ভারতীয়দের হাতে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এভাবে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেলের পদ অলংকৃত করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ।

১৯৪৭ সাল

- লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসেন
- ব্রিটিশ ভারতে শেষ ভাইসরয়- লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন
- কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে আলোচনা করেন
- ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাশ
- পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি- ১৪ আগস্ট ১৯৪৭
- ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি- ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

ক্ষুদিরাম

১৯০৮ সালের ১১ আগষ্ট ফাঁসি হয় সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ ক্ষুদিরামের। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি বিহারে মোজাফফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করলে আরোহী দুজন নিহত হন, কিংসফোর্ড গাড়িতে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। কিংসফোর্ডকে বোমা মেরে হত্যার প্রচেষ্টায় এবং নিরীহ দু'জন লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। অন্যদিকে প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করে। ক্ষুদিরামকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত গান 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' লিখেছেন, কলকাতার বাকুড়ার লৌকিক গীতিকার পীতাম্বর দাস।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের শিষ্য। তিনি ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকার্যে অংশ নেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং সূর্যসেনের নারী সেনানী। ১৯৩২ সালে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব অপারেশন শেষে ব্রিটিশদের হাতে ধরা পড়লে তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড পানে আত্মহত্যা করেন।

মাস্টার দা সূর্যসেন

- মাস্টার দা সূর্যসেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- ১৮ এপ্রিল ১৯৩০।
- মাস্টার দা সূর্যসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়- ১৯৩১ সালে চট্টগ্রামে।
- চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন- ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল
- 'মৃত্যুর কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়- ১৯২৯ সালে
- 'মৃত্যুর কর্মসূচি' ঘোষণা করা হয়- ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য
- সূর্যসেনের ফাঁসি হয়- ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি
- বিপ্লবী আন্দোলনে প্রথম শহীদ হন- ক্ষুদিরাম
- ক্ষুদিরাম- এর ফাঁসি হয়- ১৯০৮ সালে
- স্যার ব্যামফিল্ডকে হত্যার চেষ্টা করেন তিনি।
- সশস্ত্র আন্দোলনে প্রথম নারী শহীদ- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

নীল বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের কারণে বস্ত্রশিল্পে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের ফলে ব্রিটেন থেকে দলে দলে ইংরেজ বণিকেরা বাংলায় আসে এবং নীল চাষ শুরু করে। তবে চাষীদের ন্যায্য মূল্য না দেয়ায় চাষীরা নীলচাষে সম্মত হয় না। নীল চাষীদের উপর নির্মম শোষণ ও অত্যাচার চাষীরা নত শিরে মেনে নিলেও কোথাও কোথাও নীল চাষীদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৫৯-৬০ সালে উত্তরবঙ্গ এবং ফরিদপুর-যশোর অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকার নীল কমিশন গঠন করে।

- বিদ্রোহ হয়- ১৮৫৯-৬০ সাল
- ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়- ১৭৬০ সালে
- সশস্ত্র রূপ ধারণ করে- ১৮৫৯ সালে
- নীল কমিশন গঠিত হয়- ১৮৬০ সালে
- বিদ্রোহের অবসান হয়- ১৮৬২ সালে
- 'নীলদর্পণ' নাটক- এর রচয়িতা-দীনবন্ধু মিত্র
- 'নীলদর্পণ' নাটক- এর ইংরেজি অনুবাদক-মধুসূদন দত্ত
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ- 'নীলদর্পণ'
- বাংলা যে নাটক প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়- 'নীলদর্পণ'

লক্ষ্মৌ চুক্তি

১৯১৬ সালে ১৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই সাথে লক্ষ্মৌ শহরে নিজ নিজ দলের দলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এ সম্মেলন উভয় দলের নেতারা ঐতিহাসিক লক্ষ্মৌ চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি মূলত হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতি ও সমঝোতার এক মূল্যবান দলিল।

রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯১৮ সালে কুখ্যাত ও প্রতিক্রিয়াশীল রাওলাট আইন প্রবর্তন করেন। এই আইনের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ এবং যেকোন লোককে নির্বাসন এবং বিনা বিচারে কারাদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাঞ্জাবে কুখ্যাত রাওলাট আইনের প্রতিবাদে জনগণের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদ চলাকালে সরকার গুলি চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ উদ্যানে ১০ হাজার মানুষ সমবেত হয়। জেনারেল ডায়ার সমবেত জনগণকে কোনরূপ হুশিয়ারি প্রদান না করে তার সেনাবাহিনীকে গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেন। এতে বহুলোক হতাহত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী প্রচারিত হলে সমস্ত ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়- ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ সালে।
- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড যার নির্দেশে সংঘটিত হয়- জেনারেল ডায়ার।
- রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি (১৯১৫) প্রত্যাখান (১৯১৯) করেন- জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ।

খিলাফত আন্দোলন

ভারতীয় মুসলমানগণ তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলে মান্য করত এবং মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করত।
তুর্কী সাম্রাজ্যের অখন্ডতা এবং খিলাফতের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ১৯১৯ সালে মাওলানা মোহম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, ড. আনসারী, আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান প্রমুখ যে আন্দোলন শুরু করেন তা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত।

- খিলাফত আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন- মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।
- উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে একতা দৃঢ় করে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্ম দেয়- খিলাফত আন্দোলন।

অসহযোগ আন্দোলন

অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী। রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯২০ সালের ১০ মার্চ গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এর অর্থ হল ভারতীয়গণ ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে, অফিস আদালতে কাজ করবে না, ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উপাধি বর্জন করবে ইত্যাদি।

- অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)
- অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল- ১৯২০-১৯২২ সাল।

স্বরাজপার্টি ও বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩)

চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেসের একাংশ ১৯২৩ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বরাজদল বাংলার আইন পরিষদে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা অচল করার জন্য নির্বাচিত মুসলমান সদস্যদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি বাংলার মুসলমানদের সাথে ১৯২৩ সালে একটি সমঝোতায় পৌছান। এ সমঝোতা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে পরিচিত। এটি ছিল বাংলায় হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের জন্য একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সাইমন কমিশন (১৯২৭-৩০)

১৯২৭ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার সম্ভাবনা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ৮ সদস্যের একটি বিধিবদ্ধ পার্লামেন্টারি কমিশন গঠন করে। স্যার জন সাইমনকে এ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এ কমিশনে কোন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। ১৯৩০ সালে এই কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে।

নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৮)

সাইমন কমিশন গঠনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস ভারতবাসীর জন্য উপযোগী শাসন সংস্কারের চেষ্টা চালায়। এ পর্যায়ে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্ট নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত।

জিন্নাহর চৌদ্দদফা (১৯২৯)

নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯২৯ সালে মোহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৪ দফা দাবি উত্থাপন করেন যা জিন্নাহর চৌদ্দ দফা নামে পরিচিত।

আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-১৯৩২)

গান্ধী ভারতে 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করে। ১৯৩২ সালে গান্ধী সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

গোল টেবিল বৈঠক:

প্রথম দফা

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে সাইমন কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য সরকার ১৯৩০ সালে লন্ডনে 'গোল টেবিল' বৈঠক ডাকেন। মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, এ কে ফজলুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এ বৈঠকে যোগদান করেন। জিন্নাহ এই বৈঠকে তার চৌদ্দদফা পেশ করেন। কংগ্রেস এ বৈঠকে যোগদান থেকে বিরত থাকে।

দ্বিতীয় দফা

১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে। কিন্তু গান্ধী ও মুসলমানদের মধ্যে কোন আপোস না হওয়ায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও ব্যর্থ হয়।

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)

সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করা হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন।

ক্রিপস মিশন (১৯৪২)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে এ দেশীয় সাহায্য সহযোগিতা লাভ করার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ১৯৪২ সালে এ উপমহাদেশে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে যে কয়টি প্রস্তাব করেন, তা 'ক্রিপস প্রস্তাব' নামে খ্যাত।

ভারত ছাড় আন্দোলন

ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপসন মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের শুরু হয়।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা বার্মা দখল করলে সেখান থেকে বাংলায় চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বাংলা খাদ্য শস্য ক্রয় করে বাংলার বাহিরে সৈন্যদের রসদ হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অসাধু, লোভী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খাদ্য গুদামজাত করে। এছাড়া অনাবৃষ্টির ফলে বাংলার খাদ্য উৎপাদনও হ্রাস পায়। ফলে ১৯৪৩ সালে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে আনুমানিক ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। বাংলা ১৩৫০ সালে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

মন্ত্রী মিশন

১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি তার মন্ত্রিসভার তিন সদস্যকে ভারতে প্রেরণ করেন। এ তিন মন্ত্রী বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল মন্ত্রী মিশন নামে পরিচিত।

ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। সাইমন কমিশন ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার আলোকে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করা হয়। এ আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি ও প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন। এ আইনের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-

১। যুক্তরাষ্ট্র গঠন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
২। ক্ষমতা বন্টন ও দ্বৈত শাসন প্রবর্তন
৩। পৃথক নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণ
৪। নতুন প্রদেশ সৃষ্টি এবং বার্মার পৃথকীকরণ
৫। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন এবং বিচার বিভাগীয় প্রধান্য প্রতিষ্ঠা।

এক নজরে প্রতিষ্ঠাতা

ব্রাহ্মসমাজ	রাজা রামমোহন রায়
মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি	নবাব আবদুল লতিফ
অসহযোগ আন্দোলন	মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী)
'মহাত্মা' উপাধি প্রদান করেন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
দ্বি-জাতি তত্ত্ব (১৯৩৯)	মুহম্মদ আলী জিন্নাহ

এক নজরে বৃটিশ শাসনামলের ঘটনাবলি

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন	১৭৬০-১৮০০
	প্রধান-মজনু শাহ
	রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর ও ঢাকায় বিরোধী তৎপরতা ছিল
চাকমা বিদ্রোহ	১৭৭৭-১৭৮৭, পার্বত্য চট্টগ্রামে
বারাসাত বিদ্রোহ	প্রধান- শহীদ তিতুমীর
	প্রকৃত নাম- সৈয়দ মীর নিসার আলী
	শহীদ তিতুমীর হল প্রথম বাঙ্গালি যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে
	তিতুমীর ১৮২৫ সালে বারাসাতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন
	তিতুমীর ১৮৩১ সালের নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন
	লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্টুয়ার্ট এর নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়
	তিতুমীর মক্কায় অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন
	তিতুমীর মৃত্যুবরণ করেন ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ সালে
	তিতুমীর ২৪ পরগণার কিছু অংশ, নদীয়া ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন
ফরায়েজী আন্দোলন	নেতৃত্ব দেন- হাজী শরীয়তুল্লাহ
	হাজী শরীয়তুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮১ সালে মাদারীপুর জেলাধীন শিবচর থানার শামাইল গ্রামে
	হাজী শরীয়তুল্লাহ মারা যায় ১৮৪০ সালে
	ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লায় এ আন্দোলন ছিল
	পুত্র-মহসিনউদ্দিন ওরফে দুদু মিয়া
	জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী-দুদু মিয়া
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮৫৭
	'এনফিল্ড' নামক কার্তুজ কেন্দ্র করে এ বিদ্রোহ গড়ে ওঠে
	২৯ মার্চ, ১৮৫৭ সালের ব্যারাকপুরে সিপাহীরা ১ম বিদ্রোহ করে
	এটি ভারত উপমহাদেশের ১ম স্বাধীনতা যুদ্ধ
নীল বিদ্রোহ	১৮৫৯-১৮৬০ সালে
	ফরিদপুর, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, মালদহ, নদীয়া, বারাসাত
Central National Mohammedan Association	১৮৭৭ সালে
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	প্রতিষ্ঠা- ১৮৮৫
	প্রতিষ্ঠাতা- সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম
	বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশ ব্যানার্জির সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে বোম্বেতে
বঙ্গভঙ্গ	১৯০৫ সালে
স্বদেশী আন্দোলন	বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলন
মুসলিম লীগ	প্রতিষ্ঠা- ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬
	প্রকৃত নাম- 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'
	উদ্যোক্তা- নবাব সলিমুল্লাহ, আগা খান ও নওয়াব ভিকার-উল-মূলুক
সশস্ত্র বৈপ্লবী আন্দোলন	১৯০৬ সালে
	প্রধান সংগঠন- ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' নেতা- (পুলিন বিহারী দাশ) ও কলকাতার 'যুগান্তর পার্টি' (নেতা-বাঘা যতিন)
	ক্ষুদিরাম বসু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাস্টার দা সূর্যসেন ও প্রফুল্ল চাকি এ আন্দোলনের সদস্য
	এ আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা- পাহাড়তলীর রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ (১৯৩২)। এতে নেতৃত্ব দেন-প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (মাস্টার দা সূর্যসেন এর শিষ্য)
	মাস্টার দা সূর্যসেন এর ফাঁসি হয় ১২ জানুয়ারি, ১৯৩৪ সালে
	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ১ম শহীদ-ক্ষুদিরাম
	ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ১ম নারী শহীদ- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
লক্ষ্ণৌ চুক্তি	১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৬ সালে
	এটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির দলিল
রাওলাট আইন	১৯১৯ সালে
	এর মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ ও যে কাউকে বিনা বিচারে কারাদণ্ড ও নির্বাসন দেয়া হত
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড	১৫ এপ্রিল, ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের প্রতিবাদে সমবেত জনতাকে হত্যা করা হয়
খিলাফত আন্দোলন	১৯১৯ সালে
	নেতৃত্ব- মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, ড. আনসারী ও আবুল কালাম আজাদ
	তুর্কি সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার আন্দোলন
অসহযোগ আন্দোলন	১ মার্চ, ১৯২০
	নেতৃত্ব-মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী)
স্বরাজদল গঠন	চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ১৯২৩ সালে গঠিত
বেঙ্গল প্যাক্ট	১৯২৩ সালে
	এটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বলিষ্ঠ পদক্ষেপ
সাইমন কমিশন	১৯২৭-১৯৩০ সাল। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের আরও রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দেবার কথা বিবেচনা করে।
নেহেরু রিপোর্ট	মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জন্য উপযোগী শাসন সংস্কারের প্রচেষ্টা
জিন্নাহর চৌদ্দদফা	মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় ১৯২৯ সালে এটি পেশ করেন। ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশনের সুপারিশ নিয়ে লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে জিন্নাহ এটি উত্থাপন করেন
আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন	১৯৩০-১৯৩২। 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবীতে মহত্মাগান্ধী এ আন্দোলন করেন

গোল টেবিল বৈঠক	১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে লন্ডনে বসে। ১৯৩০ সালে ১ম বৈঠকে কংগ্রেস অনুপস্থিত থাকায় ও ১৯৩১ সালে গান্ধী ও মুসলমান সমঝোতা না হওয়ায় উভয় বৈঠক ব্যর্থ
ভারত শাসন আইন	১৯৩৫ সালে। সাইমন কমিশন ও গোল টেবিল বৈঠকের আলোকে এ আইন প্রবর্তন হয়।
	এটি দ্বারা ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি ও প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন হয়
প্রাদেশিক নির্বাচন	১৯৩৭ সালে
	এটি অবিভক্ত বাংলায় ১ম প্রাদেশিক নির্বাচন
	ফলাফল- মুসলিম লীগ-৪০টি; কৃষক প্রজা পার্টি-৩৫টি; স্বতন্ত্র মুসলমান ৪১টি ও স্বতন্ত্র হিন্দু ১৪টি আসনে জয়ী হয়
ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা	মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি কোয়ালিশন করে গঠিত
	অবিভক্ত বাংলায় প্রথম মুখ্যমন্ত্রী-এ.কে ফজলুল হক
	জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য 'ক্লাউড কমিশন' গঠন (১৯৩৮ সালে)
	বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন প্রবর্তন (১৯৩৮) ও ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন (১৯৩৮)
	Bengal Money Lenders Act প্রবর্তন
	নারী শিক্ষার জন্য ঢাকায় ইডেন কলেজ ও বরিশালে চাখার কলেজ প্রতিষ্ঠা
	অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন
	বাংলায় আইন প্রবর্তন করেন
	জিন্নাহর সাথে মতানৈক্যের জন্য ১৯৪১ সালে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন এ.কে ফজলুল হক

লাহোর প্রস্তাব	১৯৩৯ সালে জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন
	২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে এ.কে ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন
শ্যামাহক মন্ত্রিসভা	১৯৪১ সালের মন্ত্রিসভা ভেঙে গেলে এ কে ফজলুল হক ও হিন্দু নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামের সহযোগে গঠিত মন্ত্রিসভা- এটি ২য় হক মন্ত্রীসভা নামে পরিচিত।
ক্রিপস মিশন	২য় বিশ্ব যুদ্ধে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির পক্ষে সাহায্য লাভের জন্য ১৯৪২ সালের ভারতে প্রেরিত মিশন
ভারত ছাড় আন্দোলন	১৯৪২ সালের মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন
পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৯৪৩ (বাংলা ১৩৫০) সালের দুর্ভিক্ষ
কেবিনেট মিশন	১৯৪৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভারতে প্রেরিত ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল
সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা	১৯৪৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত। এ প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আবুল হাসেন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ জয়ী হয়
	ব্রিটিশ ভারত বিভক্তির সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী বা অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
তেভাগা/কৃষক আন্দোলন	১৯৪৬-৪৭
	নেত্রী- ইলা মিত্র
	বাংলাদেশের ১৯টি জেলায় এ আন্দোলন হয় (দিনাজপুর ও রংপুরে তীব্ররূপ)

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? [৪১তম বিসিএস]
ক) লর্ড কার্জন খ) রাজা পঞ্চম জর্জ
গ) লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ঘ) লর্ড ওয়াভেল

২. বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম এসেছিলেন– [১৬তম বিসিএস; ১০ম বিসিএস]
ক) ইংরেজরা খ) ওলন্দাজরা
গ) ফরাসীরা ঘ) পর্তুগিজরা

৩. কতসালে ইউরোপ হতে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে সমুদ্রপথে পূর্বদিকে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়?
ক) ১৪৮৭ সালে খ) ১৪৯০ সালে
গ) ১৪৯৮ সালে ঘ) ১৫০২ সালে

৪. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা কত সালে ভারতে পৌঁছেন?
ক) ১৪৯৮ সালে খ) ১৪৯২ সালে
গ) ১৫১৭ সালে ঘ) ১৬৪৮ সালে

৫. কোন ইউরোপীয় নাবিক সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে ভারতে আসেন?
ক) ফার্ডিন্যান্ড ম্যাগেলান খ) ফ্রান্সিস ড্রেক
গ) ভাস্কো দা গামা ঘ) ক্রিস্টোফার কলম্বাস

৬. ওলান্দাজরা কোন দেশের নাগরিক?
ক) হল্যান্ড খ) ফ্রান্স
গ) পর্তুগাল ঘ) ডেনমার্ক

৭. ইউরোপের কোন দেশের অধিবাসীদের 'ডাচ' বলা হয়?
ক) নেদারল্যান্ড খ) ডেনমার্ক
গ) পর্তুগাল ঘ) স্পেন

৮. দিল্লীর কোন সম্রাট বাংলা থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন?
ক) শের শাহ খ) আকবর
গ) জাহাঙ্গীর ঘ) আওরঙ্গজেব

৯. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়–
ক) ১৬০৮ সালে খ) ১৭৫৭ সালে
গ) ১৬০০ সালে ঘ) ১৬৫২ সালে

১০. সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রথম ইংরেজ দূত-
ক) ক্যাপ্টেন হকিন্স খ) এডওয়ার্ডস
গ) স্যার টমাস রো ঘ) ইউলিয়াম কেরি

১১. কোন সম্রাট সর্বপ্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন?
ক) আকবর খ) শাহবাজ খান
গ) মুর্শিদকুলি খান ঘ) জাহাঙ্গীর

১২. ইংরেজ বণিকগণ সরাসরি বঙ্গদেশে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন–
ক) আকবরের আমলে খ) জাহাঙ্গীরের আমলে
গ) শাহজাহানের আমলে ঘ) আলমগীরের আমলে

১৩. কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক) ক্লাইভ খ) ডালহৌসি
গ) ওয়েলেসলী ঘ) জব চার্নক

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	গ
০৬	ক	০৭	ক	০৮	ক	০৯	গ	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ				

১. **বৃটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় বা বড়লাট বা গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?** (২৯তম বিসিএস; ১৬তম বিসিএস)
ক) লর্ড ওয়াভেল খ) লর্ড কার্জন
গ) লর্ড বেন্টিক ঘ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন

২. **১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের ভাইসরয় বা গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?** (২৯তম বিসিএস)
ক) লর্ড মিন্টো খ) লর্ড চেমসফোর্ড
গ) লর্ড কার্জন ঘ) লর্ড মাউন্টব্যাটেন

৩. **বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কোন সালে?** (২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস)
ক) ১৯০৫ সালে খ) ১৯১৬ সালে
গ) ১৯৪৫ সালে ঘ) ১৯১১ সালে

৪. **অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?** (২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস)
ক) এ কে ফজলুল হক খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) আবুল হাসেম ঘ) খাজা নাজিম উদ্দীন

৫. **ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে?** (২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস)
ক) ১৬৯০ সালে খ) ১৭৬৫ সালে
গ) ১৭৯৩ সালে ঘ) ১৮২৯ সালে

৬. **সতীদাহ প্রথা কত সালে রহিত হয়?** (২২তম বিসিএস)
ক) ১৮১৯ সালে খ) ১৮২৯ সালে
গ) ১৮৩৯ সালে ঘ) ১৮৪৯ সালে

৭. **বাংলায় চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন?** (২২তম বিসিএস)
ক) লর্ড কর্নওয়ালিস খ) লর্ড বেন্টিংক
গ) লর্ড ক্লাইভ ঘ) লর্ড ওয়াভেল

৮. **১৯০৫ সালে নবগঠিত প্রদেশের (পূর্ববঙ্গ ও আসাম) প্রথম লেফটেনেন্ট গভর্নর কে ছিলেন?** (১৫তম বিসিএস)
ক) ব্যামফিল্ড ফুলার খ) লর্ড মিন্টো
গ) লর্ড কার্জন ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস

৯. **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কত সালে ঘটে?** (১৪তম বিসিএস)
ক) বাংলা ১০৭৬ সালে খ) বাংলা ১১৭৬ সালে
গ) বাংলা ১৩৭৬ সালে ঘ) ইংরেজি ১৮৭৬ সালে

১০. **বাংলায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করা হয় কোন সালে?**
ক) ১৭০০ সালে খ) ১৭৬২ সালে
গ) ১৯৬৫ সালে ঘ) ১৭৯৩ (২২মার্চ)

১১. **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন–**
ক) শাহ সুজা খ) মীর জাফর
গ) ফররুখ শিয়ার ঘ) দ্বিতীয় শাহ আলম

১২. **বাংলাদেশের দ্বৈত শাসন কে প্রবর্তন করেন?**
ক) লর্ড কর্নওয়ালিস খ) লর্ড ক্লাইভ
গ) নবাব মীর কাশেম ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস

১৩. **ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত শাসন আইন' পাস হয়–**
ক) ১৭৮৪ সালে খ) ১৭৮৬ সালে
গ) ১৭৭৩ সালে ঘ) ১৭৯০ সালে

১৪. **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক-**
ক) লর্ড ক্লাইভ খ) লর্ড ওয়েলেসলি
গ) লর্ড মিন্টো ঘ) লর্ড বেন্টিঙ্ক

১৫. **মহীশূরের টিপু সুলতান সর্বশেষ কোন ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করেন?**
ক) ওয়েলেসলি খ) ওয়ারেন হেস্টিংস
গ) কর্নওয়ালিস ঘ) ডালহৌসি

১৬. **মহীশূরের টিপু সুলতান সর্বশেষ কোন ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ করেন?**
ক) ওয়েলেসলি খ) ওয়ারেন হেস্টিংস
গ) কর্নওয়ালিস ঘ) ডালহৌসি

১৭. **সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেন কে?/সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আইন পাস করেন কে?**
ক) লর্ড কর্নওয়ালিস খ) রাজা রামমোহন রায়
গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ) লর্ড বেন্টিঙ্ক

১৮. **স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে লর্ড ডালহৌসি কোন রাজ্যটি অধিকার করেন?**
ক) অযোধ্যা খ) পাঞ্জাব
গ) নাগপুর ঘ) হায়দ্রাবাদ

১৯. **ভারতে সর্বপ্রথম কার সময় রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়–**
ক) লর্ড ওয়েলেসলি খ) লর্ড বেন্টিংক
গ) লর্ড ক্যানিং ঘ) লর্ড ডালহৌসি

২০. **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল–**
ক) ১৭৫৭-১৯৪৭ খ) ১৮৭৫-১৯৪৭
গ) ১৭৫৭-১৮৫৭ ঘ) ১৭৬৫-১৮৮৫

২১. **ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন সালে?**
ক) ১৮৫৭ খ) ১৮৫৮
গ) ১৮৫৯ ঘ) ১৮৬০

২২. **ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানী ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়–**
ক) ১৭৫৮ সালে খ) ১৮৫৮ সালে
গ) ১৭৯২ সালে ঘ) ১৮৬২ সালে

উত্তরমালা

০১. ঘ	০২. গ	০৩. ঘ	০৪. খ	০৫. খ
০৬. খ	০৭. ক	০৮.ক	০৯. খ	১০. ঘ
১১. ঘ	১২. খ	১৩.ক	১৪. খ	১৫. খ
১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. ঘ	২০. গ
২১. ক	২২. খ			

২৩. **ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত স্থান–**
ক) রমনা পার্ক খ) ন্যাশনাল পার্ক
গ) গুলশান পার্ক ঘ) বাহাদুরশাহ পার্ক

২৪. **ভারতবর্ষে প্রথম আদমশুমারি হয় কোন সালে?**
ক) ১৯৭২ খ) ১৮৫০
গ) ১৮৭২ ঘ) ১৯০১

২৫. **ভারতে প্রথম স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তক-**
ক) লর্ড কার্জন খ) লর্ড রিপন
গ) লর্ড ডাফরিন ঘ) লর্ড লিটন

২৬. **লর্ড লিটন কতসালে 'আর্মস অ্যাক্ট' প্রবর্তন করেন?**
ক) ১৮৭৬ সালে খ) ১৮৭৮ সালে
গ) ১৮৮০ সালে ঘ) ১৮৮২ সালে

২৭. **বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল?**
ক) পূর্ব বঙ্গ ও বিহার খ) পূর্ববঙ্গ ও আসাম
গ) পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা ঘ) পূর্ববঙ্গ

২৮. **১৯০৫ সালে ঢাকা যে নতুন প্রদেশটির রাজধানী হয়েছিল, সে প্রদেশটির নাম কি?**
ক) পূর্ব পাকিস্তান খ) পূর্ববঙ্গ ও আসাম
গ) বঙ্গ প্রদেশ ঘ) পূর্ববঙ্গ

২৯. **ব্রিটিশ শাসনামলে কোন সালে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী করা হয়?**
ক) ১৭৫৭ খ) ১৯০৫
গ) ১৮৭৫ ঘ) ১৯১১

৩০. ব্রিটিশ ভারতীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়-
ক) ১৯১১ সালে খ) ১৮১২ সালে
গ) ১৮৫৭ সালে ঘ) ১৮৬৫ সালে

৩১. কোন ব্রিটিশ শাসকের সময় ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হয়?
ক) লর্ড মাউন্টব্যাটেন খ) লর্ড কর্নওয়ালিস
গ) লর্ড বেন্টিংক ঘ) লর্ড ডালহৌসি

৩২. কোন দেশের বাণিজ্যিক কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে?
ক) ইংল্যান্ড খ) ফ্রান্স
গ) হল্যান্ড ঘ) ডেনমার্ক

৩৩. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কোথায় অবস্থিত ছিল?
ক) ঢাকা খ) মুর্শিদাবাদ
গ) কলকাতা ঘ) আগ্রা

উত্তরমালা

২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. খ	২৬. খ	২৭. খ
২৮. খ	২৯. খ	৩০.ক	৩১.ক	৩২. ক
৩৩. গ				

১. বাংলার ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্যোক্তা কে ছিলেন? [২৪তম; ২১তম ও ১৫তম বিসিএস]
ক) শাহ ওয়ালীউল্লাহ খ) হাজী শরীয়তুল্লাহ
গ) পীর মুহসীন ঘ) তিতুমীর

২. ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে একজন চাকমা জুমিয়া নেতা বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন, তাঁর নাম– [১৭তম বিসিএস]
ক) রাজা ত্রিদিব রায় খ) রাজা ত্রিভুবন চাকমা
গ) জুম্মা খান ঘ) জোয়ান বকস খাঁ

৩. জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী-এটি কার ঘোষণা? [১৪তম বিসিএস]
ক) তিতুমীর খ) ফকির মজনু শাহ
গ) দুদু মিয়া ঘ) হাজী শরীয়তুল্লাহ

৪. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ-
ক) ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ খ) নীল বিদ্রোহ
গ) আগষ্ট (১৯৪২) বিদ্রোহ ঘ) সিপাহী বিদ্রোহ

৫. ফকির আন্দোলন সংঘটিত হয় কোন শতাব্দীতে?
ক) সপ্তম শতাব্দীতে খ) অষ্টদশ শতাব্দীতে
গ) উনবিংশ শতাব্দিতে ঘ) বিংশ শতাব্দিতে

৬. ফকির আন্দোলনের নেতা কে?
ক) সিরাজ শাহ খ) মোহসীন আলী
গ) মজনু শাহ ঘ) জহীর শাহ

৭. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের শাসনভার লাভ করে–
ক) ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে খ) ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে
গ) ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ঘ) ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে

৮. বাঁশের কেল্লাখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী কে?
ক) ফকির মজনু শাহ খ) দুদু মিয়া
গ) তিতুমীর ঘ) মীর কাশিম

৯. তিতুমীরের দুর্গের মূল উপাদান কি ছিল?
ক) ইট খ) পাথর
গ) বাঁশ ঘ) কাঠ

১০. ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল–
ক) ফরিদপুর খ) শরীয়তপুর
গ) খুলনা ঘ) যশোর

উত্তরমালা

০১.খ	০২ঘ	০৩.গ	০৪.ক	০৫.খ
০৬.গ	০৭.ক	০৮.গ	০৯.গ	১০. ক

১১. দুদু মিয়া কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত?
ক) তেভাগা খ) ফরায়েজী
গ) স্বদেশী ঘ) ওয়াহাবী

১২. পাক-ভারত-বাংলা এই উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ-
অথবা, **সিপাহী বিদ্রোহ কোন সনে শুরু হয়?**
ক) ১৭৫১ খ) ১৮৫৭
গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৭১

১৩. নীল বিদ্রোহ কখন সংঘটিত হয়?
ক) ১৪৪২-৪৪ সালে খ) ১৮৫৯-৬২ সালে
গ) ১৮৯৪-৯৬ সালে ঘ) ১৯১৭-২০ সালে

১৪. বাংলাদেশের নীল বিদ্রোহের অবসান হয়-
ক) ১৮৫৮ সালে খ) ১৮৫৬ সালে
গ) ১৮৬০ সালে ঘ) ১৮৬২ সালে

১৫. কি কারণে বাংলাদেশ হতে নীলচাষ বিলুপ্ত হয়?
ক) নীলচাষ নিষিদ্ধ করার ফলে
খ) নীলকরদের অত্যাচারের ফলে
গ) নীলচাষীদের বিদ্রোহের ফলে
ঘ) কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে

১৬. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক) ১৮৫৮ সালে খ) ১৮৮৫ সালে
গ) ১৯০৬ সালে ঘ) ১৯০৯ সালে

১৭. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন-
ক) জওহরলাল নেহেরু খ) মহাত্মা গান্ধী
গ) অক্টোভিয়ান হিউম ঘ) ইন্দিরা গান্ধী

১৮. সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি-
ক) এ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম খ) আনন্দমোহন বসু
গ) মতিলাল নেহেরু ঘ) উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯. নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয় কোন শহরে-
অথবা, **মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়-**
ক) ফরিদপুরে খ) ঢাকায়
গ) করাচিতে ঘ) কোলকাতায়

২০. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন কে?
ক) বল্লভভাই প্যাটেল খ) অরবিন্দু ঘোষ
গ) হাজী শরীয়াতুল্লাহ ঘ) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২১. যে ইংরেজকে হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেয়া হয় তার নাম–
ক) কিংসফোর্ড খ) লর্ড হর্ডিঞ্জ
গ) হাডসন ঘ) সিম্পসন

২২. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কার শিষ্য ছিলেন?
ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের খ) মাস্টারদা সূর্যসেনের
গ) নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘ) মহাত্মা গান্ধীর

২৩. নিচের কে ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন?
ক) জওহরলাল নেহেরু খ) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
গ) মহাত্মা গান্ধীজি ঘ) এ.কে. ফজলুল হক

২৪. অসহযোগ এবং খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত স্মরণীয় নায়ক কে?
ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ) মাওলানা মোহাম্মদ আলী
গ) আগা খান ঘ) আবদুর রহিম

২৫. ১৯০৫ ও ১৯২৩ সাল দুটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত?
ক) বঙ্গভঙ্গ, বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি সম্পাদিত
খ) খেলাফত আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন
গ) বঙ্গভঙ্গ রদ, গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন
ঘ) গান্ধীর ভারত আগমন, বিপ্লবী আন্দোন

২৬. কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা ছিলেন–
ক) মাওলানা ভাসানী খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ) এ.কে. ফজলুল হক ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২৭. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী-
ক) খাজা নিজামুদ্দিন খ) এ.কে. ফজলুল হক
গ) মোহাম্মদ আলী ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

২৮. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে?
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
খ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
গ) এ. কে. ফজলুল হক
ঘ) আতাউর রহমান খান

উত্তরমালা

১১. খ	১২. খ	১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. ঘ
১৬. খ	১৭. গ	১৮. ঘ	১৯. খ	২০. ঘ
২১. ক	২২. খ	২৩. গ	২৪. খ	২৫. ক
২৬. গ	২৭. খ	২৮. গ		

২৯. দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা কে ছিলেন?
ক) আল্লামা ইকবাল খ) স্যার সৈয়দ আহম্মদ
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) স্যার সলিমুল্লাহ

৩০. বিখ্যাত লাহোর রেজুলেশন ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে কে উত্থাপন করেন–
ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) এ.কে. ফজলুল হক

৩১. লাহোর প্রস্তাব ছিল–
ক) স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব
খ) পাকিস্তান প্রস্তাব
গ) ভারত বিভাগের প্রস্তাব
ঘ) ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব

৩২. ইংরেজী কোন সনের দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত?
ক) ১৭৭০ সালে খ) ১৮৬৬ সালে
গ) ১৮৯৯ সালে ঘ) ১৯৪৩ সালে

৩৩. অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী-
ক) আবুল হাসেম খ) এ.কে. ফজলুল হক
গ) শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ) খাজা নাজিমউদ্দীন

৩৪. ভারতে কেবিনেট মিশন কখন এসেছিল?
ক) ১৯৪০ সালে খ) ১৯৪৬ সালে
গ) ১৯৪২ সালে ঘ) ১৯৪৭ সালে

৩৫. প্রথম বার কত সালে বাংলা বিভক্ত হয়?
ক) ১৭৫২ সালে খ) ১৭৫৭ সালে
গ) ১৮৫৭ সালে ঘ) ১৯০৫ সালে

৩৬. ভারত বিভক্তের সময় ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) এটলি খ) চার্চিল
গ) ডিজরেইলি ঘ) গ্লাডস্টোন

৩৭. ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন যে নামে পরিচিত-
ক) র‍্যাডক্লিফ কমিশন খ) সাইমন কমিশন
গ) লরেন্স কমিশন ঘ) ম্যাকডোনাল্ড কমিশন

৩৮. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন–
ক) স্যার জন হাবার্ট খ) এন্ডারসন
গ) স্যার এফ বারোজ ঘ) আর জি কে সি

৩৯. বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়?
ক) এ.কে ফজলুল হক খ) এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী
গ) খাজা নাজিম উদ্দীন ঘ) নুরুল আমিন

৪০. মাস্টার দা সূর্যসেনের ফাঁসি কার্যকর হয়েছিল?
ক) মেদিনীপুরে খ) ব্যারাকপুরে
গ) চট্টগ্রামে ঘ) আন্দমানে

৪১. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়–
ক) ১৯০৫ সালে খ) ১৯০৬ সালে
গ) ১৯১০ সালে ঘ) ১৯১১ সালে

৪২. ইলা মিত্র অংশগ্রহণ করেন-
ক) ওয়াহাবী আন্দোলনে খ) নীল বিদ্রোহে
গ) তেভাগা আন্দোলনে ঘ) সিপাহী বিদ্রোহে

৪৩. তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কোথায় অবস্থিত ছিল?
ক) বারাসত খ) নারিকেলবাড়িয়া
গ) চাঁদপুর ঘ) হায়দারপুর

উত্তরমালা

২৯. গ	৩০. ঘ	৩১. ঘ	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. খ	৩৫. ঘ
৩৬. ক	৩৭. ক	৩৮. গ	৩৯. ক	৪০. গ	৪১. খ	৪২. গ
৪৩. খ						

Teacher's Work

১. বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা কত সালে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৫]
ক. ৬০৫ সালে খ. ১১৪৫ সালে
গ. ১৩৪৬ সালে ঘ. ১২৪৫ সালে **উত্তর: গ**

২. কোনটি বাংলার প্রাচীন জনপদের নাম নয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. মৌর্য খ. পুণ্ড্র
গ. গৌড় ঘ. রাঢ় **উত্তর: ক**

৩. প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতির নাম কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. লক্ষণ সেন
খ. রাজা শশাঙ্ক
গ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
ঘ. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ **উত্তর: খ**

৪. মাৎস্যন্যায় কোন শাসন আমলে দেখা যায়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. সেন শাসন আমলে
খ. মুগল শাসন আমলে
গ. পাল তাম্র শাসন আমলে
ঘ. খলজি শাসন আমলে **উত্তর: গ**

৫. বাংলার শেষ হিন্দু রাজা কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৭]
ক. লক্ষ্মণ সেন খ. বিজয় সেন
গ. হেমন্ত সেন ঘ. বল্লাল সেন **উত্তর: ক**

৬. ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর কাকে পরাজিত করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. ইব্রাহিম লোদি খ. শিবাজি
গ. বৈরাম খাঁ ঘ. রানা প্রতাপ সিংহ **উত্তর: ক**

৭. মুগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. সম্রাট বাবর খ. হুমায়ুন
গ. মুহম্মদ ঘুরি ঘ. আলেকজান্ডার **উত্তর: ক**

৮. কোন মুগল সম্রাট 'জিজিয়া কর' রহিত করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. হুমায়ুন খ. আকবর
গ. শাহজাহান ঘ. আওরঙ্গজেব **উত্তর: খ**

৯. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ জয় করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. ১২০৪ খ্রি. খ. ১২০৫ খ্রি.
গ. ১২০৬ খ্রি. ঘ. ১২০৮ খ্রি. **উত্তর: ক**

১০. সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানীর নাম কী ছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৪]
ক. গৌড় খ. সোনারগাঁ
গ. জাহাঙ্গীর নগর ঘ. ঢাকা **উত্তর: ক, খ**

১১. ঢাকা কখন সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৮]
ক. ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে খ. ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে **উত্তর: খ**

১২. কার সময় বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ৯৩]
ক. বখতিয়ার খলজি খ. মুর্শীদকুলি খাঁ
গ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ. শেরশাহ **উত্তর: গ**

১৩. ঢাকার নাম 'জাহাঙ্গীরনগর' রাখেন কে?
ক. শায়েস্তা খান খ. সুবাদার ইসলাম খান
গ. ইব্রাহীম খান ঘ. মীর জুমলা **উত্তর: খ**

১৪. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সংঘটিত হয়েছিল ইংরেজি কত সালে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. ১৭৬৮ সালে খ. ১৭৬৯ সালে
গ. ১৭৭০ সালে ঘ. ১৭৭২ সালে **উত্তর: গ**

১৫. উপমহাদেশের সর্বশেষ গর্ভনর জেনারেল কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. লর্ড মিন্টো খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘ. লর্ড ওয়াভেল **উত্তর: গ**

১৬. ফকির আন্দোলন এর নেতা কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. সিরাজ শাহ খ. মোহসীন আলী
গ. মজনু শাহ ঘ. জহির শাহ **উত্তর: গ**

১৭. কোন নেতা ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৩]
ক. তিতুমীর খ. সৈয়দ আহমদ বেরেলভি
গ. দুদু মিয়া ঘ. হাজী শরীয়াতুল্লাহ **উত্তর: ঘ**

১৮. কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. ১৯০৩ সালে খ. ১৯০৪ সালে
গ. ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯০৬ সালে **উত্তর: ঘ**

১৯. কে অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. গান্ধীজি খ. মওলানা শওকত আলী
গ. জহরলাল নেহেরু ঘ. বিপিনচন্দ্র পাল **উত্তর: ক**

২০. কে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ. এ. কে ফজলুল হক
ঘ. মাওলানা ভাসানী **উত্তর: গ**

২১. ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. নূরুল আমীন খ. খাজা নাজিম উদ্দিন
গ. মোহাম্মদ আলী ঘ. লিয়াকত আলী খান **উত্তর: খ**

Student's Work

১. **বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বুঝায়?**
ক) উত্তরবঙ্গ খ) পশ্চিমবঙ্গ
গ) উত্তর-পরিশ্চমবঙ্গ ঘ) দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ

২. **রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত-**
ক) পলল গঠিত সমভূমি খ) বরেন্দ্রভূমি
গ) উত্তরবঙ্গ ঘ) মহাস্থানগড়

৩. **বাংলাদেশের কোন বিভাগে 'বরেন্দ্রভূমি' অবস্থিত?**
ক) সিলেট খ) রাজশাহী
গ) খুলনা ঘ) বরিশাল

৪. **চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রাচীন নাম-**
ক) রাঢ় খ) বঙ্গ
গ) হরিকেল ঘ) পুণ্ড্র

৫. **সিলেট - প্রাচীন জনপদের অন্তর্গত-**
ক) বঙ্গ খ) পুণ্ড্র
গ) সমতট ঘ) হরিকেল

৬. **প্রাচীন বাংলায় নিম্নের কোন অঞ্চল বাংলাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল-**
ক) হরিকেল খ) সমতট
গ) বরেন্দ্র ঘ) রাঢ়

৭. **প্রাচীন রাঢ় জনপদ অবস্থিত-**
ক) বগুড়া খ) কুমিল্লা
গ) বর্ধমান ঘ) বরিশাল

৮. **প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশবিশেষ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক) কুষ্টিয়া খ) বগুড়া
গ) কুমিল্লা ঘ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৯. **প্রাচীন বাংলার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নরপতি কে?**
ক) হর্ষবর্ধন খ) শশাঙ্ক
গ) গোপাল ঘ) লক্ষ্মণ সেন

১০. **বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা হলেন-**
ক) ধর্মপাল খ) গোপাল
গ) শশাঙ্ক ঘ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

১১. **একসময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদের প্রাক্তন নাম ছিল-**
ক) সিনহাবাদ খ) চন্দ্রদ্বীপ
গ) গৌড় ঘ) মাকসুদাবাদ

১২. **শশাঙ্কের রাজধানী ছিল-**
ক) কর্ণসুবর্ণ খ) গৌড়
গ) নদীয়া ঘ) ঢাকা

১৩. **প্রাচীন বাংলার কোন এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হতো?**
ক) মুর্শিদাবাদ খ) রাজশাহী
গ) চট্টগ্রাম ঘ) মেদিনীপুর

১৪. **'মাৎস্যন্যায় ধারণাটি কিসের সাথে সম্পর্কিত?**
ক) মাছবাজার খ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
গ) মাছ ধরার নৌকা ঘ) আইন-শৃঙ্খলাহীন অরাজক অবস্থা

১৫. **'মাৎস্যন্যায় বাংলার কোন সমকাল নির্দেশ করে?**
ক) ৫ম-৬ষ্ঠ শতক খ) ৬ষ্ঠ-৭ম শতক
গ) ৭ম-৮ম শতক ঘ) ৮ম-৯ম শতক

১৬. **হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন শাসককে পরাজিত করে সিলেটে আযান ধ্বনি দিয়েছিলেন?**
ক) বিক্রমাদিত্য খ) কৃষ্ণচন্দ্র
গ) গৌর গোবিন্দ ঘ) লক্ষ্মণ সেন

১৭. **হযরত শাহজালাল কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?**
ক) আফগানিস্তান খ) ইয়েমেন
গ) ভারত ঘ) বাংলাদেশ

১৮. **ইয়েমেন থেকে আসা কোন মুজাহিদের তরবারী বাংলাদেশ সংরক্ষণ করা আছে?**
ক) খান জাহান আলী (র.) খ) বায়েজীদ বোস্তামী (র.)
গ) শাহ মাখদুম (র.) ঘ) শাহজালাল (র.)

১৯. **কোন শাসনামলে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত হয়?**
ক) মৌর্য খ) গুপ্ত
গ) ইংরেজ ঘ) মুসলিম

২০. **কোন ব্যক্তি বাংলাদেশকে 'ধনসম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেন?**
ক) ফা হিয়েন খ) ইবনে বতুতা
গ) হিউয়েন সাং ঘ) ইবনে খলদুন

২১. **ইবনে বতুতা কোন দেশের পর্যটক?**
ক) চীন খ) ইরাক
গ) মরক্কো ঘ) জাপান

২২. **কার রাজত্বকালে ইবনে বতুতা ভারতে এসেছিলেন?**
ক) মুহম্মদ বিন কাসেম খ) মুহম্মদ বিন তুঘলক
গ) সম্রাট হুমায়ুন ঘ) সম্রাট আকবর

২৩. **ইবনে বতুতা কার শাসনামলে বাংলায় আসেন?**
ক) শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ খ) হাজী ইলিয়াস শাহ
গ) হোসাইন শাহ ঘ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ

২৪. **মধ্যযুগে কোন বিদেশী পরিব্রাজক প্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করেন?**
ক) কলম্বাস খ) ইবনে বতুতা
গ) কালিদাস ঘ) বখতিয়ার খলজি

২৫. **বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন?**
অথবা, **কোন মুঘল সুবাদার পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন?**
ক) মুর্শিদকুলী খান খ) ইসলাম খান
গ) শায়েস্তা খান ঘ) ঈসা খান

২৬. **কার শাসনামলে চট্টগ্রাম প্রথমবারের মত পূর্ণভাবে বাংলার সাথে যুক্ত হয়?**
ক) মুর্শিদকুলি খান খ) শায়েস্তা খান
গ) আলীবর্দী খান ঘ) উপরের কোনটিই সত্য নয়

২৭. **কোন মোঘল সুবাদার বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন?** [১৫তম বিসিএস]
ক) ইসলাম খান খ) শায়েস্তা খান
গ) মুর্শিদকুলী খান ঘ) আলীবর্দী খান

২৮. **বাংলার নবাবী শাসন কোন সুবাদারের সময় থেকে শুরু হয়?**
ক) ইসলাম খাঁন খ) মুর্শিদকুলী খান
গ) শায়েস্তা খাঁন ঘ) আলীবর্দী খাঁন

২৯. **নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলার পিতার নাম কি?**
ক) জয়েন উদ্দিন খ) আলীবর্দী খাঁন
গ) শওকত জং ঘ) হায়দার আলী

৩০. 'অন্ধকূপ হত্যা' কাহিনী কার তৈরী?
ক) হলওয়েল খ) মীর জাফর
গ) ক্লাইভ ঘ) কর্নওয়ালিস

৩১. কত সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন?
ক) ১৭৫৬ খ) ১৮৫৬
গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৮৫৭

৩২. কোনটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে?
ক) পলাশীর যুদ্ধ খ) পানিপথের যুদ্ধ
গ) বক্সারের যুদ্ধ ঘ) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

৩৩. কোন নগরীতে মুঘল আমলে সুবা বাংলার রাজধানী ছিল?
ক) গৌড় খ) সোনারগাঁও
গ) ঢাকা ঘ) হুগলি

৩৪. বাংলাকে কে 'দোযখপূর্ণ নিয়ামত' বা ধন-সম্পদপূর্ণ নরক' বলে অভিহিত করেছেন?
ক) ইবনে বতুতা খ) অতীশ দীপঙ্কর
গ) হিউয়েন সাং ঘ) ফা হিয়েন

৩৫. কোন সুলতান 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধি ধারণ করেন?
ক) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ঘ) গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ

৩৬. ইরাকের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের?
ক) গিয়াসউদ্দীন আযম মাহ খ) আলাউদ্দীন হুসেন শাহ
গ) ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ ঘ) ইলিয়াস শাহ

৩৭. কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কোন নৃপতি?
ক) আলাউদ্দিন হোসেন মাহ খ) রুকনউদ্দিন মোবারক শাহ
গ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ঘ) গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ

৩৮. প্রাচীন বাংলার সবগুলো জনপদই একত্রে বাংলা নামে পরিচিত লাভ করে কার আমল থেকে?
ক) সুলতান সিকান্দার শাহ খ) সুলতান শাসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ
গ) নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘ) নবাব আলীবর্দী খাঁ

৩৯. বাংলার প্রথম জনক কে?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
খ) শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
গ) শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ
ঘ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ

৪০. কোন সুলতান সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন?
ক) বখতিয়ার খলজী খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ঘ) নুসরাত শাহ

৪১. কার শাসনামলে প্রাচীন ছয়টি জনপদের একত্রে বাংলা নামকরণ হয়?
ক) বিজয় সেন খ) শশাঙ্ক
গ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ঘ) রাজা ধর্মপাল

৪২. কার শাসনামলে পীর খান জাহান আলী বাগেরহাট অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন?
ক) সম্রাট আকবর খ) নুসরত শাহ
গ) ইসলাম খান ঘ) নাসিরুদ্দিন মাহমুদ

৪৩. বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান কে ছিলেন?
ক) বখতিয়ার খলজী খ) হোসেন শাহ
গ) ইলিয়াস শাহ ঘ) সরফরাজ খান

৪৪. দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন কে?
ক) সম্রাট আকবর খ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
গ) সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ) সুলতান ইলিয়াস শাহ

৪৫. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন বছর?
ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৬১
গ) ১৭৫৮ ঘ) ১৭৭৫

৪৬. সম্রাট শাহজাহানের কোন পুত্র বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন?
ক) দারা খ) সুজা
গ) মুরাদ ঘ) আওরঙ্গজেব

৪৭. Who was the last emperor of Mughal Reign?
ক) Bhadur Shah খ) Moshiur Shah
গ) Shah Alam Shah ঘ) Sirajuddaula

৪৮. 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের' নির্মাতা-
ক) বাবর খ) আকবর
গ) শাহজাহান ঘ) শের শাহ

৪৯. ভারতের যে সম্রাটকে 'আলমগীর' বলা হতো-
ক) শাহজাহান খ) বাবার
গ) বাদাহুর শাহ ঘ) আওরঙ্গজেব

৫০. নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেছিলেন কোন সালে?
ক) ১৭৬১ খ) ১৭৯৩
গ) ১৭৩৯ ঘ) ১৭৬০

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	খ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	গ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ঘ	২০	খ
২১	গ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	ক	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	ঘ	৪৩	ক	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	খ	৪৭	ক	৪৮	ঘ	৪৯	ঘ	৫০	গ

৫২. বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
ক) হাভার্ড খ) তুরিন
গ) নালন্দা ঘ) আল-হামরা

৫৩. প্রাচীন বাংলায় কয়টি রাজ্য ছিল?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৫৪. প্রাচীনকালে এদেশের নাম ছিল-
ক) বাংলাদেশ খ) বঙ্গ
গ) বাংলা ঘ) বাঙ্গালা

৫৫. প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্রিত করেন-
ক) রাজা কণিস্ক খ) বিক্রমাদিত্য
গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঘ) রাজা শশাঙ্ক

৫৬. বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন? [৪১তম বিসিএস]
ক) হেমন্ত সেন খ) বল্লাল সেন
গ) লক্ষণ সেন ঘ) কেশব সেন

৫৭. অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) অশোক খ) শশাঙ্ক
গ) মেগদা ঘ) ধর্মপাল

৫৮. বাংলার কোন সুলতানের শাসনমালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ খ) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

৫৯. বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন কত সালে? *[৩০তম বিসিএস]*
ক) ১২১২ খ) ১২০০
গ) ১২০৪ ঘ) ১২১১

৬০. সুলতানী আমলে বাংলা রাজধানীর নাম কি? *[২৯তম বিসিএস]*
ক) সোনারগাঁ খ) জাহাঙ্গীরনগর
গ) ঢাকা ঘ) গৌড়

৬১. বাংলায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের সূচনা কে করেন?
[২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস]
ক) আলী মর্দান খলজী খ) তুঘরিল খান
গ) সামছুদ্দিন ফিরোজ
ঘ) ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজী

৬২. নিম্নের কোন পর্যটক সোনারগাঁও এসেছিলেন? [২৫তম বিসিএস]
ক) ফা-হিয়েন খ) ইবনে বতুতা
গ) মার্কো পোলো ঘ) হিউয়েন সাং

৬৩. ইরানের কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হয়েছিল বাংলার কোন সুলতানের? [২৪তম বাতিলকৃত বিসিএস]
ক) গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ খ) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
গ) ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ ঘ) ইলিয়াস শাহ

৬৪. কোন শাসকের সময় থেকে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল পরিচিত হয়ে উঠে বাঙ্গালাহ নামে? [১২তম বিসিএস]
ক) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) আকবর ঘ) ঈসা খান

৬৫. আরবদের আক্রমণের সময় সিন্ধু দেশের রাজা ছিলেন–
ক) মানসিংহ খ) জয়পাল
গ) দাহির ঘ) দাউদ

৬৬. প্রথম মুসলিম সিন্ধু বিজেতা ছিলেন–
ক) বাবর খ) সুলতান মাহমুদ
গ) মুহাম্মদ-বিন-কাশিম ঘ) মোহাম্মদ ঘুরী

৬৭. কতবার সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন?
ক) ১৫ বার খ) ১৬ বার
গ) ১৭ বার ঘ) ১৮ বার

৬৮. তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে পরাজিত হন?
ক) মুহম্মদ ঘুরী খ) লক্ষণ সেন
গ) পৃথ্বিরাজ ঘ) জয়চন্দ্র

৬৯. দিল্লী সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা–
ক) কুতুবউদ্দিন আইবেক খ) শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ) গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ) আলাউদ্দিন খলজী

৭০. দিল্লীর সিংহাসনে আরোহনকারী প্রথম মুসলমান নারী কে?
ক) বেগম রোকেয়া খ) নুর জাহান
গ) সুলতানা রাজিয়া ঘ) মমতাজ বেগম

৭১. কোন মুসলমান শাসক প্রথম দক্ষিণ ভারত জয় করেন?
ক) আলাউদ্দিন খিলজি খ) শের শাহ
গ) আকবর ঘ) আওরঙ্গজেব

৭২. কোন মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন?
ক) মালিক কাফুর খ) বৈরাম খাঁন
গ) শায়েস্তা খাঁন ঘ) মীর জুমলা

৭৩. মূল্য বাজার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন কে?
ক) ইলতুৎমিশ খ) বলবন
গ) আলাউদ্দিন খলজী ঘ) মুহম্মদ বিন তুঘলক

৭৪. ভারতে প্রথম প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন করেন কে?
ক) শের শাহ খ) মুহম্মদ বিন তুঘলক
গ) ইলতুৎমিশ ঘ) লর্ড কর্নওয়ালিস

৭৫. দিল্লি থেকে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেন কে?
ক) সম্রাট আকবর খ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
গ) সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ) সুলতান ইলিয়াস শাহ

৭৬. বাংলায় বখতিয়ার শাসন কোন শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়?
অথবা, **মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি কোন শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসেন?**
ক) অষ্টম শতাব্দী খ) দশম শতাব্দী
গ) দ্বাদশ শতাব্দী ঘ) ত্রয়োদশ শতাব্দী

৭৭. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে ছিলেন?
ক) ফখরুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ
গ) ফখরুদ্দিন জহির শাহ ঘ) মোহাম্মদ ঘোরী

৭৮. গৌর গোবিন্দ যে অঞ্চলের রাজা ছিলেন?
ক) চট্টগ্রাম খ) সিলেট
গ) গৌড় ঘ) পাণ্ডুয়া

৭৯. শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ অথবা শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান বাংলার কোন মুসলিম সুলতানের উপাধি ছিল?
ক) ফকরুদ্দিন মোবারক শাহ খ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) নসরত শাহ

৮০. কবি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কোন নৃপতি?
ক) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ খ) রুকনউদ্দিন বারবক শাহ
গ) ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ঘ) গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ

৮১. বাংলার প্রথম সুবাদার কে ছিলেন?
ক) মীর জুমলা খ) ইসলাম খান
গ) মান সিংহ ঘ) শায়েস্তা খান

৮২. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়–
ক) ব্রিটিশ আমলে খ) সুলতানি আমলে
গ) মুঘল আমলে ঘ) স্বাধীন নবাবী আমলে

৮৩. ঢাকার নাম জাহাঙ্গীর নগর রাখেন–
ক) শাহজাদা আজম খাঁ খ) নবাব শায়েস্তা খান
গ) যুবরাজ ঘ) সুবাদার ইসলাম খান

৮৪. মোঘল আমলে ঢাকার নাম কি ছিল?
ক) ইসলামাবাদ খ) পরীবাগ
গ) জাহাঙ্গীরনগর ঘ) সোনারগাঁও

৮৫. কার সময় বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করা হয়?
ক) বখতিয়ার খলজি খ) মুর্শিদকুলী খাঁন
গ) সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘ) শের শাহ

উত্তরমালা

৫২	গ	৫৩	খ	৫৪	খ	৫৫	ঘ	৫৬	ঘ	৫৭	খ	৫৮	গ	৫৯	গ	৬০	ক	৬১	ঘ
৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	খ	৬৫	গ	৬৬	গ	৬৭	গ	৬৮	গ	৬৯	খ	৭০	গ	৭১	ক
৭২	ক	৭৩	গ	৭৪	খ	৭৫	খ	৭৬	ঘ	৭৭	খ	৭৮	খ	৭৯	খ	৮০	ঘ	৮১	খ
৮২	গ	৮৩	ঘ	৮৪	গ	৮৫	গ												

১. বাংলা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে?
ক) আকবরনামা খ) আলমগীরনামা
গ) আইন-ই-আকবরী ঘ) তুজুক-ই-আকবর

২. মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রিক দূত ছিলেন?
ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ) অশোক
গ) ধর্মপাল ঘ) সমুদ্রগুপ্ত

৩. অর্থশাস্ত্র-এর রচয়িতা কে?
ক) কৌটিল্য খ) মাণভট্ট
গ) আনন্দভট্ট ঘ) মেঘাস্থিনিস

৪. কৌটিল্য কার নাম?
ক) প্রাচীন রাজনীতিবিদ খ) প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ
গ) পন্ডিত ঘ) রাজ কবি

৫. অশোক কোন বংশের সম্রাট ছিলেন?
ক) মৌর্য খ) গুপ্ত
গ) পুষ্যভুতি ঘ) কুশান

৬. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু করেন-
ক) শশাঙ্ক খ) বখতিয়ার খলজি
গ) বিজয় সেন ঘ) গোপাল

৭. বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম কী?
ক) পাল বংশ খ) সেন বংশ
গ) ভুইয়া বংশ ঘ) গুপ্ত বংশ

৮. নিম্নের কোন বংশ প্রায় চারশত বছরের মত বাংলা শাসন করেছে?
ক) মৌর্য বংশ খ) গুপ্ত বংশ
গ) পাল বংশ ঘ) সেন বংশ

৯. পাল বংশের প্রথম রাজা কে?
ক) গোপাল খ) দেবপাল
গ) মহীপাল ঘ) রামপাল

১০. পাল বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে?
ক) গোপাল খ) ধর্মপাল
গ) দেবপাল ঘ) রামপাল

১১. রামসাগর দীঘি কোন জেলায় অবস্থিত?
ক) রংপুর খ) দিনাজপুর
গ) নবাবগঞ্জ ঘ) কুড়িগ্রাম

১২. শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল যে সুলতানের শাসনামলে–
ক) আলাউদ্দিন হুসেন শাহ খ) নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ
গ) নুসরত শাহ ঘ) গিয়াস উদ্দিন ইয়াজ খলজি

১৩. ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন–
ক) মুহম্মদ বিন কাসিম খ) সুলতান মাহমুদ
গ) মুহম্মদ ঘুরি ঘ) গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ

১৪. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন?
ক) মুসা বিন নুসায়ের খ) খালিদ বিন ওয়ালিদ
গ) মুহম্মদ বিন কাশিম ঘ) তারিক বিন জিয়াদ

১৫. কে 'ষাট গম্বুজ' মসজিদটি নির্মাণ করেন?
ক) হযরত আমানত শাহ্ খ) যুবরাজ মুহম্মদ আযম
গ) পীর খানজাহান আলী ঘ) সুবেদার ইসলাম খান

১৬. প্রথম বাংলা জয় করেন–
অথবা, **বাংলার প্রথম মুসলমান সুলতান কে ছিলেন?**
ক) বখতিয়ার খলজি খ) আলাউদ্দিন খলজি
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ

১৭. ঢাকার বিখ্যাত ছোট কাটারা কে নির্মাণ করেন?
ক) নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ) শায়েস্তা খান
গ) ঈসা খাঁন ঘ) সুবেদার ইসলাম

১৮. পলাশীর যুদ্ধ হয় কত সালে?
ক) ১৭৭০ সালে খ) ১৭৫৭ সালে
গ) ১৮৮৭ সালে ঘ) ১৮৮০ সালে

১৯. পলাশীর যুদ্ধের তারিখ কত ছিল–
ক) জানু. ২৩, ১৭৫৭ খ) ফেব্রু. ২৩, ১৮৫৭
গ) জুন ২৩, ১৭৫৭ ঘ) মে ১৪, ১৭৫৭

২০. বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?
ক) ১৬৬০ খ) ১৭০৭
গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৭৬৪

২১. দিল্লির সুলতানগণ বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বলে সম্বোধন করত কেন?
ক) বাঙালিদের ব্যবহারের কারণে
খ) বাঙালিদের কোমল স্বভাবের কারণে
গ) সুযোগ পেলে বাঙালি বিদ্রোহ করত বলে
ঘ) বাঙালির বিশ্বাসঘাতকতার কারণে

২২. আধুনিক ইতিহাস গবেষকগণ কোন সুলতানকে বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন?
ক) বখতিয়ার খলজী খ) গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ খলজী
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) ইলিয়াস শাহ

২৩. দিল্লি সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা-
ক) কুতুবুদ্দীন আইবেক খ) শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ
গ) গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ) আলাউদ্দিন খলজী

২৪. সুলতান-ই আযম কার উপাধি?
ক) আলাউদ্দিন খলজী খ) শের শাহ
গ) শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ ঘ) মুহম্মদ বিন তুঘলক

২৫. যে বিদেশী রাজা ভারতের কোহিনুর মণি ও ময়ূর সিংহাসন লুট করেন-
ক) আহমদ শাহ আবদালি খ) নাদির শাহ
গ) দ্বিতীয় শাহ আব্বাস ঘ) সুলতান মাহমুদ

২৬. দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন-
ক) সম্রাট জাহাঙ্গীর খ) সম্রাট শাহজাহান
গ) সম্রাট আকবর ঘ) সম্রাট আওরঙ্গজেব

২৭. বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক' রোডটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে?
ক) কুমিল্লা জেলার দাউদ কান্দি
খ) ঢাকা জেলার বারিধারা
গ) যশোর জেলার ঝিকরগাছা
ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও

২৮. আকবর কত বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন?
ক) ১০ বছর খ) ১১ বছর
গ) ১২ বছর ঘ) ১৩ বছর

২৯. ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'আইন-ই- আকবরী'-এর রচয়িতা কে?
ক) Firdausi খ) Abul Fazal
গ) Ghalib ঘ) None of above

৩০. পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়-
ক) ১৫২৬ সাল খ) ১৫৫৬ সাল
গ) ১৭৬১ সাল ঘ) ১৭২৬ সাল

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ক	৮	গ	৯	ক	১০	খ
১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ঘ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ক

Class Exam

১. **বাংলার প্রাচীন জনপদ কোনটি?**
ক) পুণ্ড্র খ) তাম্রলিপ্ত
গ) গৌড় ঘ) হরিকেল

২. **'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে?**
ক) ৬ম-৬ষ্ঠ শতক খ) ৬ষ্ঠ-৭ম শতক
গ) ৭ম-৮ম শতক ঘ) ৮ম-৯ম শতক

৩. **মেগাস্থিনিস কার রাজসভার গ্রিক দূত ছিলেন?**
ক) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ) অশোক
গ) ধর্মপাল ঘ) সমুদ্রগুপ্ত

৪. **বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক' রোডটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে?**
ক) কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি
খ) ঢাকা জেলার বারিধারা
গ) যশোর জেলার ঝিকরগাছা
ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ

৫. **কোন গোষ্ঠী থেকে বাঙালী জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে?**
ক) নেগ্রিটো খ) ভোটচীন
গ) দ্রাবিড় ঘ) অস্ট্রিক

৬. **বরেন্দ্র বলতে কোন এলাকাকে বুঝায়?**
ক) উত্তরবঙ্গ খ) পশ্চিমবঙ্গ
গ) উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ঘ) দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ

৭. **পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন বছর?**
ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৬১
গ) ১৭৫৮ ঘ) ১৭৭৫

৮. **উপমহাদেশের সর্বশেষ গর্ভনর জেনারেল কে ছিলেন?**
ক. লর্ড মিন্টো খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘ. লর্ড ওয়াভেল

৯. **বাংলার কোন সুলতানের শাসনমালকে স্বর্ণযুগ বলা হয়?**
ক) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ খ) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ
গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ঘ) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

১০. **বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন?**
ক) লর্ড কার্জন খ) রাজা পঞ্চম জর্জ
গ) লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ঘ) লর্ড ওয়াভেল

Answers
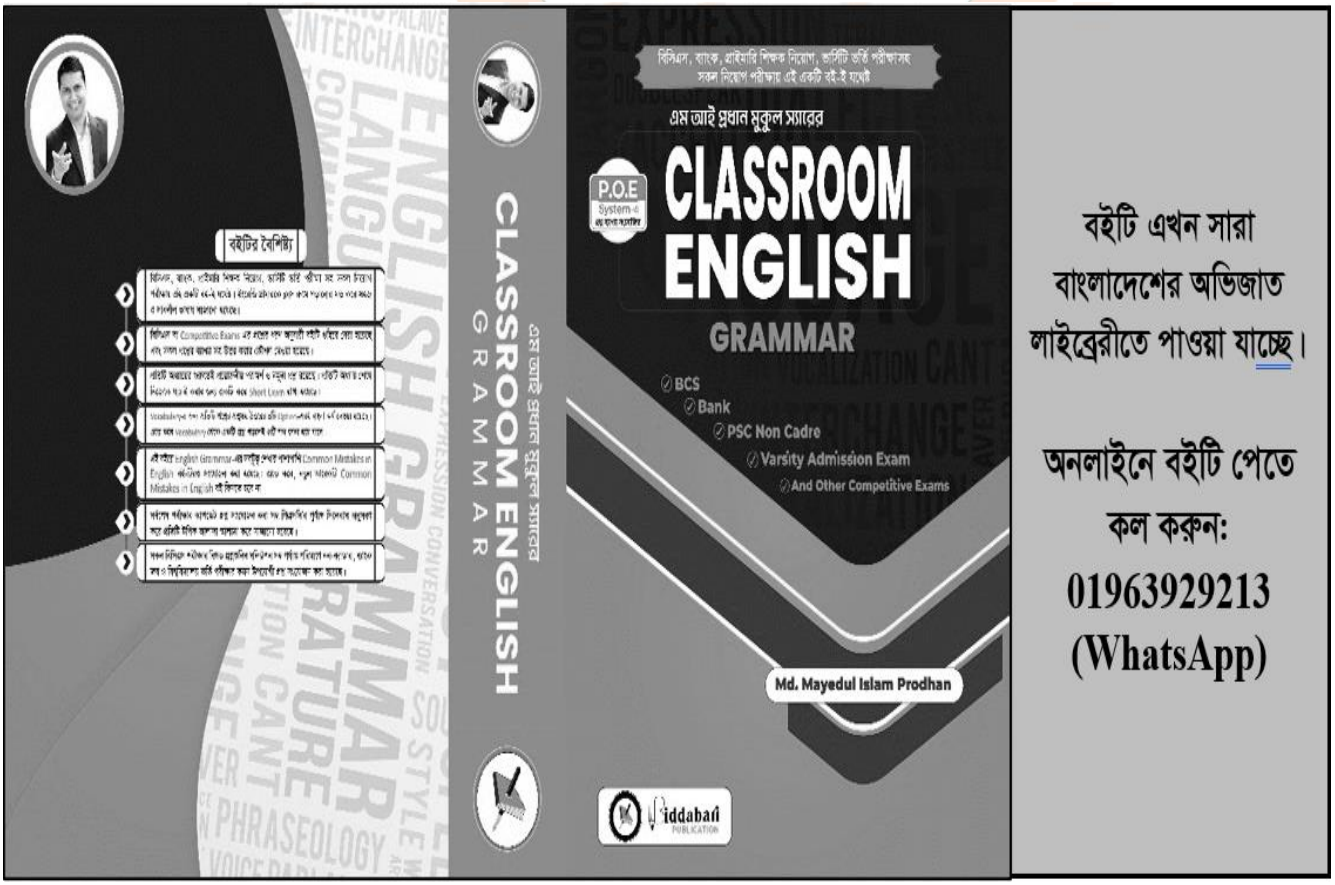
১	ক
২	গ
৩	ক
৪	ঘ
৫	ঘ
৬	গ
৭	খ
৮	গ
৯	গ
১০	খ